মুসলিম জীবনাদর্শ

মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী (রহ.)

মুসলিম জীবনাদর্শ

লেখক
মোহাম্মদ আবু তাহের বর্দ্ধমানী

প্রকাশনায়:
জায়েদ লাইব্রেরী,
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা।
০১১৯৮-১৮০৬১৫

www.waytojannah.com

মুসলিম জীবনাদর্শ
লেখক
মোহাম্মদ আবু তাহের বর্দ্ধমানী

প্রকাশক: জায়েদ লাইব্রেরীর পক্ষ হতে
মুহাম্মাদ জহুরুল হক্ব জায়েদ

প্রাপ্তি স্বীকার
লেখকের পরিবার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত

জায়েদ লাইব্রেরীর পক্ষ হতে
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী

অর্থায়ন : জায়েদ লাইব্রেরীর পক্ষ হতে
মুহাম্মাদ মুজাম্মেল হক্ব

বিনিময় : ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র

www.waytojannah.com

ভূমিকা

যে জাতির ইতিহাস নেই, সে নিতান্তই হতভাগ্য। আর যে জাতির বিরাট ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও সে ইতিহাসের সাথে কোন পরিচয় নাই, এমন কি অনুভূতি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে–সে আরও হতভাগ্য। মুসলমানেরা সেই জাতি যাহারা এক গৌরবময় ইতিহাস, এক অতুলনীয় ঐতিত্য, সংস্কৃতি ও মানবতার শ্রেষ্ঠ ও অনুপম আদর্শের অধিকারী হইয়াও সবই যেন বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছে। আজিকার মুসলমানকে দেখিলে মনে হয় না যে, তাহারা এক হাজার বৎসর ধরিয়া জগতের ইতিহাস রচনা করিয়াছে। ত্যাগ-পূত-সাধনা, জ্ঞান-গরিমা, বিজ্ঞান-দর্শন, সাহিত্য-কলা ও স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন স্তরে অপূর্ব্ব অবদান রাখিয়া গিয়াছে। আমার স্নেহভাজন বন্ধু মাওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী সাহেব ইসলামের সেই গৌরবময় ইতিহাসের নিখুঁত চিত্র তাঁহার স্বভাব-সুলভ রচনাভঙ্গীর মধ্য দিয়া সুন্দরভাবে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকের লেখক তাঁহার সুচিন্তিত রচনাবলীর মধ্য দিয়া একাধারে তাঁহার নিজের জ্ঞানগরিমা ও প্রতিভার সাথে ইসলামী আদর্শের সার্ব্বজনীন রূপ ও সামগ্রিক সাধনা যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তারা সচরাচর বাঙ্গালী মুসলমানের মাঝে দেখা যায় না। লেখকের এই অক্লান্ত সাধনাই যদি বাংলার হতভাগ্য মুসলমানের বিশেষ করিয়া শিক্ষিত যুবক যুবতীর বুকে ইসলামের জীবনদর্শনকে বুঝিবার এবং নিজের জীবনে তাহা রূপায়িত করিবার সামান্য স্পৃহাও জাগাইয়া তোলে–তাহা হলে তাঁহার চেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে করি।

আমরা এই পুস্তকের বাংলার মুসলিম সমাজে বহুল প্রচার কামনা করি।
ইতি–

বিনীত

১৯নং ইউরোপীয়ান
এসাইলাম লেন
কলিকাতা–১৬

সৈয়দ বদরুদ্দোজা
এম. এ. বি. এল. এম. পি
এক্স-মেয়র (কলিকাতা)
তাং : ৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ইং

www.waytojannah.com

দিশাহারা মানব সন্তানের হাতে

'মুসলিম জীবনাদর্শ'

অর্পিত হ'ল

বিনীত–

গ্রন্থকার

www.waytojannah.com

মুসলিম জীবনাদর্শ প্রসঙ্গে

ইসলাম দিল মানবে শিক্ষা তব লাগি এই বিশ্ব
প্রতিনিধি তুমি এই ধরণীর নহ নহ তুমি নিঃস্ব।
মুসলিম তাই রচিল ললিত, ইতিহাস, রসায়ন,
বিশ্বের মাঝে ইসলাম পেলো বাস্তব রূপায়ন।
দিকে দিকে তার দেখি সৌরভ ক্ষুরধার লেখনী,
গৌরব গানের মুখরিত ছিল সসাগরা ধরণী।
অতীতের সেই গৌরব হ'তে বঞ্চিত আজি মুসলিম,
ঘৃনা করি তাই ধরণী যে আর দেয় নাকে তারে তসলিম।
বিরচিল যারা সহস্র বরষ বিশ্বের ইতিহাস,
ভাগ্যে তাদের দেখি শুধু আজ নিষ্ঠুর পরিহাস।
সত্য জীবন দর্শন তারা পায়না আজি এ বিপদে,
দিশাহারা হয়ে মুসলিম তাই কাঁদিছে মনের বিষাদে।
সমাজ দরদী 'বর্দ্ধমানী' জাতির এ দুর্দিনে
জাতির সেবায় পথ নিলো দেখে চিন্তার দূরবীনে
তাই অপরূপ ভাব ও ভাষার মাধবী মিশায়ে বন্ধু,
রচিল এ হেন 'মুসলিম জীবনাদর্শ সিন্ধু।
অহরহ এতে উথলিয়া উঠে জাতীয় জীবন-রঙ্গ,
আশা করি এর কল্লোলে হবে মুখরিত সারা বঙ্গ।

"আবদুল হক"

www.waytojannah.com

আমরা যুবক, আমরা তরুণ, আমরা মুসলমান,
অতীত যুগের, জাগরণী সেনা অতীতের তাজা প্রাণ।
একদা যাদের ঘোড়ার দাপটে কেঁপেছে সকল ধরা;
সঞ্জীবনির পরশে যাদের চেতন হয়েছে মরা।
হুঙ্কারে যার কেঁপেছে জালিম কাঁপিয়াছে শয়তান,
সারা দুনিয়ার কেন্দ্রে যাদের বিজয়ের অভিযান।
বুকের রক্ত দিয়াছে ঢালিয়া সেবায় মানবতার,
আনিয়া দিয়াছে মানবে তাদের যত হারা অধিকার
মায়ের দিয়াছে মাতৃগরব গোলামে আজাদী প্রাণ,
সাম্য মালায় গেঁথেছে মানবে ভেদ করি অবসান।
আমরা তাদেরই সন্তান সবে তাদেরই বংশধর,
তাদেরই ঝাণ্ডা বহন করা যে ফরজ মোদের পর।
রাখিয়া গিয়াছে যুগে যুগে তারা চির নব তাজা প্রাণ,
আমরা তাহারই ধারক বাহক আহলে ওয়ারিশান।

www.waytojannah.com

মুসলিম জীবনাদর্শ

এক

আমি মুসলিম। ইসলাম আমার ধর্ম। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' হচ্ছে আমার জীবনের মহামন্ত্র। যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস হারা, যারা জগতের স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে না, বিশ্বজগতের এই সৃজন, সংরক্ষণ, প্রতিপালন ও নিয়ম শৃংখলার পিছনে একজন সৃষ্টি কর্তা, সংরক্ষক, প্রতিপালক ও নিয়ামকের বিদ্যমানতায় অবিশ্বাসী যারা বলে নিখিল ধরণী নিজে নিজেই আত্মপ্রকাশ করেছে–আমি সেই নিরীশ্বরবাদীদেরকে ভ্রান্ত বলে জানি। আমার গভীর বিশ্বাস, জগতের কোন জিনিষেরই সৃষ্টি আপনা আপনি হয়নি। লেখা যেমন লেখক ব্যতিরেকে, চিত্র যেমন চিত্রকর ব্যতিরেকে; শিল্প যেমন শিল্পী, ব্যতিরেকে সাহিত্য যেমন সাহিত্যিক ব্যাতিরেকে, ইমারত যেমন মিস্ত্রী ব্যতিরেকে কল্পনা করা যায় না। ঠিক তেমনি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকাপুঞ্জ, পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, হ্রদ, সমুদ্র, বৃক্ষলতা, মানব, দানব, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, আকাশ, পাতাল, ভুলোক দ্যুলোক, গোলক প্রভৃতিকেও আমি স্রষ্টা ব্যতিরেকে কল্পনাই করতে পারি না।

যদি কেহ বলে একটা অদ্ভুত জাহাজ রয়েছে, নির্দিষ্ট স্থান হতে নির্দ্ধারিত সময়ে ছাড়ছে, বিভিন্ন বন্দরে নিজে নিজেই ভিড়ছে আর জাহাজ হ'তে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের উঠা নামা স্বয়ং স্বক্রিয় ভাবেই চলছে অথচ জাহাজটির কোন চালক নেই, কোন কাপ্তান নেই, কোন সারেং নেই, কোন মাল্লাহ নেই, কোন নিয়ন্ত্রক নেই–তাহলে সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? এখন চিন্তা করুন, সামান্য একটা জাহাজ যদি নিজে নিজে চলতে না পারে, তাহলে এক বিরাট বিপুল বিশ্বজগৎ একজন চালক ও নিয়ন্ত্রণকারীর মুখাপেক্ষী না হয়ে কি করে চলতে পারে?

তাছাড়া আমাদের সামনে অহরহ দেখতে পাচ্ছি মানুষের যথেষ্ট সতর্কতা আর নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সত্ত্বেও ট্রেনে ট্রেনে, বাসে বাসে সংঘর্ষ ঘটছে। কিন্তু ঐ যে মহা শূন্যে, ঐ যে বিশাল বিরাট মহাকাশে ভ্রাম্যমান এক একটা জাহাজ রয়েছে–যার মধ্যে কোটি কোটি সূর্য্য সদৃশ্য বস্তু রয়েছে। এ সকল জাহাজের আকাশ পথে বিপুল ও বিরামহীন গতিতে কোথাও কোন স্থানে কস্মিন কাল সংঘর্ষ ঘটে না, কখনো কোনটার সাথে কোনটার ধাক্কা লাগে না। এমন কি হাজার হাজার বছরেও কোন কোন জাহাজের সাথে অপর জাহাজের সাক্ষাতও ঘটে না। তবু কি আমি বলবো জগৎসংসার স্রষ্টাহীন ও চালকহীন অবস্থায় আপনা আপনি এত সুন্দর ভাবে চলছে?

www.waytojannah.com

জড়বাদী ও নাস্তিকদের কেহ কেহ বলে থাকেন, নিখিল-বিশ্বের সৃষ্টি, পরিপুষ্টি, শৃঙ্খলা ও বৈচিত্র্য শ্বাশত লৌহ-বিধানের সাহায্যে প্রাকৃতিক ভাবেই সাধিত হচ্ছে। তাঁরা আরও বলেন, প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টি, পরিপুষ্টি, শৃঙ্খলা ও বৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ হচ্ছে 'জড়পদার্থ' পৈতশক্তি, আর 'বল' অর্থাৎ জড় পদার্থের অসংখ্য পরমাণু সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে আর প্রত্যেকটি পরমাণু হচ্ছে 'পৈতশক্তি, ও বলের অধিকারী। এই বিক্ষিপ্ত পরমাণুগুলোর সংযোগে সমুদয় দেহ গঠিত হচ্ছে। আর দেহগুলি ইন্দ্রিয়াদির বৈলক্ষণ্য অনুসারে স্থান ও কালের পরিবেশে, বর্ষ ও মাসের সময় ভেদে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হওয়ার সুযোগ লাভ করছে।

আমি মুসলিম! আমি নাস্তিকদের উপরোক্ত কথা মানি না। কারণ, শ্বাশত লৌহ বিধানের বিধায়ক কে? প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ামক কে? জড়পদার্থে এনার্জি আর ফোর্সের আবির্ভাবই বা ঘটলো কি করে? আর একই পরমাণু বিভিন্ন আকৃতির অধিকারী হয় কি করে? কেমন করে ঐ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরমাণুগুলো আপোষে মিলিত হয়? কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে তারা নিজেদের সংকল্প জানাজানি করে? কোন্ পার্লামেন্ট বসে, কোন্ পরামর্শ সভায় বসে পরমাণুগুলো অজ্ঞাত-পূর্ব আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পন্ন দেহ সমূহের সংগঠন কল্পে পরামর্শ করে? ঐ বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলো কেমন করে জানতে পারে যে, ডিমের ভিতর যে পাখী থাকে তাকে উড্ডীয়মান প্রাণীর আকারে বের হতে হবে? তারপর তাদের জীবন ধারণের উপযোগী ডানা ও চঞ্চু গঠন করতে হবে? আগে থেকে পরমাণুগুলো কেমন করে জানতে পারে যে এই পাখীগুলো কেবলমাত্র মাংস খেয়েই জীবন কাটাবে? কোন প্রমাণে তারা অবগত হলো যে, গর্ভবতী কুক্কুরীর পেটে যে বাচ্চা থাকে তাকে কুক্কুরীই হতে হবে আর দীর্ঘকাল পর তার পেট হতে অনেকগুলো বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে? আর এজন্য তার স্তনে অনেকগুলো বোঁটা থাকা দরকার? বিক্ষিপ্ত পরমাণুগুলো এ অনুভূতি কেমন করে অর্জন করলো যে, প্রাণী দেহের জন্য হৃৎপিণ্ডের প্রয়োজন, ফুসফুসের প্রয়োজন, কলিজা, মগজ ও চর্বির প্রয়োজন?

জড়বাদী পণ্ডিতগণ এ সকল প্রশ্নের আজ পর্যন্ত কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।

আমি বিশ্বাস করি প্রাকৃতিক নিয়মের যিনি নিয়ামক, শ্বাশত লৌহ বিধানের যিনি বিধায়ক, বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা, যাঁর বিধানে বিশ্ব জগতের প্রতিটি অণু পরমাণু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যিনি আকাশের দিগন্ত প্রসারী জীবনের উপাদান হতে, বিস্তৃত ভূভাগের উৎপন্ন খাদ্যসম্ভার হতে

www.waytojannah.com

জীবের আহার যোগাচ্ছেন, যিনি প্রাণহীন উপাদান হতে প্রাণী জগৎ সৃষ্টি করেন যিনি জীবন্ত বস্তুগুলোকে প্রাণহীনে পরিণত করেন, যিনি নয়নাভিরাম বাগিচাসমূহ উৎপন্ন করেছেন, যিনি প্রাণীজগতের দৈহিক পুরিপুষ্টি সাধনের জন্য বিপুলধরিত্রীকে অফুরন্ত খাদ্যসম্ভারে সুসজ্জিত করেছেন, যাঁর আদেশে বায়ু শন্ শন্ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, যিনি অস্থির হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ শ্রবণ করেন, যিনি মানুষের উপর মানস লোককে জ্ঞান ও সত্যের অমৃত ধারায় সঞ্জীবিত করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন, যিনি একটি পিপীলিকার সূচাগ্রভাগের তুল্য মস্তিষ্কে বোধ ও অনুভূতি, শ্রম ও অধ্যবসায়, সাম্য ও সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা, আবিষ্কার ও শিল্পচাতুর্যের সমুদয় শক্তিদান করেছেন, যাঁর আদেশে সূর্য পূর্বাকাশে উদিত ও পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ, বিদ্যুতের চমক, মেঘের গর্জন, গোলাপের সৌরভ, কোকিলের ঝংকার, সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ মালা, নদীর কুলুকুলু তান, সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের সুষমা। বায়ুর শন্ শন্ গতি, নর-নারীর গভীর প্রেম ও পিতা-মাতার গভীর স্নেহ যাঁর অনন্ত ও জ্বলন্ত গরিমার কথা ঘোষণা করেছে তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ্।

দুই

চার্লস ডারউইন, হিউম, হেগেল, হেকেল মার্কস, এঞ্জেলস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, মানুষের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই আর জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীদেরও কোন স্রষ্টা নেই। তাঁরা বলেন সূর্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর তরল গোলক লক্ষ লক্ষ বৎসর উত্তপ্ত থাকার পর শীতলতা প্রাপ্ত হলো, তারপর যখন জীবের বাসোপযোগী হলো তখন তাতে অত্যন্ত সরল জীবের সৃষ্টি হলো। সেই জীব বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নিজকে খাপ্ খাওয়াতে যেয়ে প্রয়োজনানুযায়ী ধীরে ধীরে জটিল জীবে পরিণত হলো। এভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফলে, জীবজগৎ বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়েছে। আর এই বিবর্তনের শেষ পরিণতি হচ্ছে মানুষ। তাঁরা আরও বলেছেন, যখন কোন জীবের পরিবর্তন শেষ হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে তার ধ্বংস অনিবার্য।

আমি মুসলিম। আমি বিবর্তনবাদের উল্লিখিত নীতিকে কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন বলে জানি। কারণ পৃথিবীতে বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির পর জীব সৃষ্টি হলো কি ভাবে? প্রাণহীন বস্তু হতে প্রাণের সঞ্চার হলো কি করে? পরিবেশ সৃষ্টি হলেই যে জীব সৃষ্টি হবে তার নিশ্চয়তা কি? মানুষ বিবর্তনের শেষ পরিণতি কেন? পরিপূর্ণতা লাভের অর্থ কি? পরিপূর্ণতা লাভ করলে যে তার ধ্বংস অনিবার্য এর কারণ কি? তা ছাড়া জীব নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা হতে চায় তাতে রূপান্তরিত হয়

www.waytojannah.com

কেন? মানুষের চক্ষু ও মস্তিষ্কের মত এত জটিল জিনিসের উদ্ভব ঘটলো কি করে? এ সকল প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর বিবর্তনবাদী পণ্ডিতগণ দিতে পারেননি। অতএব পরিবেশ সৃষ্টির পর আপনা আপনি জীব সৃষ্টি হওয়া, প্রাণহীন বস্তু হতে প্রাণের সঞ্চার হওয়া, মানুষের বিবর্তন থেমে যাওয়া আর বিবর্তন থেমে যাওয়ার কারণে মানুষের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা-কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন ছাড়া আর কি হতে পারে?

পাহাড়ে, পর্বতে, বনে জঙ্গলে, মাটির স্তরে প্রাণীদেহের যে সব কঙ্কাল পাওয়া যায়, বিভিন্ন প্রাণীর দৈহিক কাঠামোর মধ্যে যে মিল দেখা যায়, শঙ্করী কারণ দ্বারা যে নতুন নতুন জীবের উৎপত্তি হয়, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পরিবর্তন দেখা যায়– তারই উপর নির্ভর করে বিবর্তনবাদীরা বিবর্তনবাদের সৌধ খাড়া করেছেন।

বিবর্তনতত্ত্বের উল্লিখিত সত্যগুলোকে মেনে নিতে আমার যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। প্রথমে কঙ্কালের কথাই বলি। কঙ্কাল সম্বন্ধে আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, প্রাথমিক স্তরের পদার্থবিদ্যা ও প্রাথমিক স্তরের রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে যেমন পরীক্ষা কার্য চালানো সম্ভব, তেমন দূর অতীতের, অতি পুরাতন যুগের কঙ্কালগুলোকে আমাদের পরীক্ষাগারে ফেলে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। কি করে সম্ভব হবে? প্রথমে পাথরের বয়স নির্ণয় করে কঙ্কালের বয়সই তো নির্ণয় করা গেল না? তারপর বিভিন্ন যুগের জন্য বলে কথিত নানা রকম ঘোড়ার কঙ্কাল নানারকম ঘোড়ার 'ফসিল' একই যুগের মাটির স্তর হতে পাওয়া গেছে? এ থেকে কি বুঝা যায় না যে, একই যুগে নানারকমের ঘোড়া বিদ্যমান ছিল? কই সেখানে তো বিবর্তনের জন্য একটির উপর আরেকটি মাটির স্তরে কঙ্কালের এই বিবর্তনীয়ক্রম দৃষ্ট হয়নি? তা ছাড়া বিবর্তনবাদী পণ্ডিতগণ দূর অতীতের কঙ্কারে যে সমস্ত জীব গোত্রকে ফেলছেন, তা থেকে কি বুঝা যাচ্ছে না যে এই সকল গোত্র কঙ্কালের ইতিহাসের পূর্ব হতেই জগতে বিদ্যমান আছে? তাই কোন এক ধূসর যুগে, কোন এক অজ্ঞাত যুগে তাদের সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ছিল এ সত্যকে মেনে নিতে আমার আপত্তি।

তারপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলের কথা। মানুষের দেহের সঙ্গে বানর, হনুমান, শিম্পাঞ্জী ও গরিলার দৈহিক কাঠামোর অদ্ভুত রকম মিল আছে বলে বানর, হনুমান, শিম্পাঞ্জী ও গরিলাকে মানুষের পূর্বপুরুষ মনে করা ভুল। কারণ প্রত্যেক প্রাণীর দেহের কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হয় তার মনের কাঠামোর দ্বারা। তাই মানুষের মনের কাঠামো ও তার উন্নত গুণাবলির কথা বাদ দিয়ে যারা শারীরিক কাঠামো দেখে, ফসিল বা কঙ্কাল দেখে-জ্ঞানবান মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষ, বহু ভাষাবিদ মানুষ, বহু বিদ্যায় বিভূষিত মানুষ, আকাশচারী মানুষ ও মহাবাগ্মী মানুষকে বানর হনুমানের দলে ফেলতে চান-তাঁদের গবেষণাকে আমি পাগলামী বলে মনে করি।

www.waytojannah.com

এবার শঙ্কর উৎপত্তির কথা। শঙ্করীকরণ দ্বারা যে নতুন নতুন রকমের জীবের উৎপত্তি হয়- তা সত্য। যেমন গাধা ও ঘোড়ার মিলনে খচ্চরের জন্ম আদিকাল হতে পরিচিত। এক প্রকার খরগোশের সাথে অন্য প্রকার খরগোশের মিলনে রকমের বিভিন্নতা, কাল ও হলদে ইঁদুরের মিলনে ধূসর বর্ণের ইদুরের জন্ম-এও পরীক্ষিত। কিন্তু দুটো ভিন্ন জাতীয় জীবের মিলনে একটা তৃতীয় জাতীয় জীবের উৎপত্তি আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, এ কেবল সম্ভব হয় একই জাতীয় জীবের মিলনে। শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় এ দুটো মানুষের মধ্যে মিলনের ফলে ছেলেটি রূপে ও আকারে ভিন্নতর হলেও সে মানুষই থাকে।

রকমে ভিন্ন হলেও গাধা ও ঘোড়া একই জাতীয় জীব। এ দুটো জীবের মিলনে যে জীবের উৎপত্তি হয়ে থাকে তাকে আমরা খচ্চর নামে অভিহিত করলেও সে গাধা ও ঘোড়ার জাতীয়ই থাকে। উদ্ভিদ সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না।

অত অর্দ্ধ শতাব্দীতে বিভিন্ন জাতীয় জীবের মিলনে ভিন্ন জাতীয় জীব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে বলে ফলাও করে বিভিন্ন পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তদন্ত করে দেখা গেছে তা ভিত্তিহীন।

(Evolution, creation and Saevae P.P. 141)

এবার ভ্রূণের কথা। বিবর্তনবাদীরা ভ্রূণের ব্যাখ্যার দ্বারা বিবর্তনবাদকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, সকল জীব বা সকল প্রাণীই দূর অতীতের পূর্বপুরুষ হতে যে যে রূপ বা যে যে আকার ধারণ করতে করতে বর্তমান আকারে পৌঁচেছে ভ্রূণ অবস্থায় সেই সেই রূপ বা সেই সেই আকার সে ধারণ করে থাকে। মানুষও তার ক্রমবিবর্তনের পথে তার পূর্বপুরুষ হতে যে যে আকার ধারণ করতে করতে বর্তমান আকারে দাঁড়িয়েছে তার সবগুলো সে ভ্রূণের অবস্থায় পেয়ে থাকে।

আমি ভ্রূণের উল্লিখিত ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে পারছি না। কারণ, ভ্রূণের উল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে A.F. Huenttner বলেছেন, তত্ত্ব হিসেবে এ নীতির বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে এর মধ্যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। একে ভুল প্রমাণিত করার অনেক প্রমাণও রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন,- একটা সর্বজন স্বীকৃতি হচ্ছে, প্রকৃতি তার সব কিছুর পরিবর্তনে সব থেকে কম শক্তি নিয়োগ করে থাকে। আর এ হচ্ছে বহু শক্তি অপব্যয়ী ঘোরালো পুনরাবর্তনের বিরোধী।

পুনঃ তিনি বলেন, কই উদ্ভিদের মধ্যে তো এমন দেখা যায় না? তারপর তিনি বলেন, জীবন রক্ষার প্রয়োজনে ভ্রূণের এক এক সময়ও এক এক অবস্থায়, এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এ কোন মতেই দূর অতীতের অবস্থাগুলোর পুনরাবৃত্তি নয়।

www.waytojannah.com

মোট কথা বিবর্তনবাদের প্রাসাদ নাস্তিক্যবাদের গোঁড়ামীর পটভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। এর সমুদয় প্রমাণ, জল্পনা, কল্পনা ও অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহাগ্রন্থ কোরআনে আছে, বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

বস্তুতঃ আমি মানুষকে মৃত্তিকার সারাংশ হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাকে একটা সুরক্ষিত স্থানে ভ্রূণ আকারে স্থিরতা দান করেছি, অতঃপর সেই শুক্রকে জোঁকের আকৃতি দান করেছি, তারপর সেই জোঁকাকৃতিকে পিণ্ডাকৃতিরূপে সৃষ্টি করেছি, তারপর সেই পিণ্ডাকৃতিতে আস্থ সৃষ্টি করেছে, অতঃপর সেই অস্থিকে গোশতের আবরণ দিয়েছি, তারপর তাকে একটা স্বতন্ত্র জীবন দান করেছি।

(আল-মুমেনুন ১২-১৪ আয়াত)

যুগান্তকারী কোরআন আরও বলছে–

আল্লাহ্ প্রতিটি প্রাণীকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে কতকগুলো হামাগুড়ি দিয়ে চলে, তাদের মধ্যে কতকগুলো দুই পায়ে চলে আর তাদের মধ্যে কতকগুলো চার পায়ে চলে, আল্লাহ্ যেরূপ ইচ্ছা সেভাবে সৃষ্টি করেন।

(সূরা নূর ৪৫ আয়াত)

কোরআন আরও ঘোষণা করে–

অবিশ্বাসীরা কি জানে না যে, আকাশ সমূহ ও পৃথিবী একটি আস্ত খণ্ড ছিল, তারপর আমি আকাশ হতে পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করি এবং সমস্ত প্রাণীকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি-এর পরও কি তারা বিশ্বাস করবে না?

(সুরা আম্বিয়া ৩০ আয়াত)

ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে, জীবতন্ত্র সম্বন্ধে সূর্য হতে পৃথিবীর বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে মহাগ্রন্থ কোরআনের উল্লিখিত আয়াতগুলো যে ফয়ছালা করে দিয়েছে, আমি তাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে অন্তরের অন্তস্থল হতে মেনে নিয়েছি। মহান আল্লাহ্ সৃষ্টির আদি হতে মানুষকে মানুষের আকৃতিতে, বানরকে বানরের আকৃতিতে, মৎস্যকে মৎস্যের আকৃতিতে এক কথায় প্রত্যেক প্রাণীকে তার নিজ নিজ আকৃতি প্রকৃতি দিয়ে যে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা আজও যে অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে আর প্রলয়ের উষা পর্যন্ত তারা যে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তিন

আমি মুসলিম! অদ্বৈতবাদকে আমি নিরীশ্বরবাদেরই নামান্তর বলেই জানি। কারণ, যারা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পায় না, যারা বলে জড়বস্তু ও বিশ্বপতি অভিন্ন জিনিষ, যারা বলে জড়জগৎ ছাড়া আল্লাহ্ স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই নেই, যারা বলে মানুষ থেকে আরম্ভ করে সাপ, ব্যাঙ শূকর, বানর এমন

www.waytojannah.com

কি শুষ্ক তৃণখণ্ড পর্যন্ত সমস্তই এক ও অভিন্ন এবং স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্তা দ্বারা পরিপূর্ণ তারা যে প্রকারান্তরে স্রষ্টা সম্বন্ধেই স্পন্দিগ্ধ তাদের নীতি যে নিরীশ্বরবাদেরই নামান্তর তাতে সন্দেহ কি?

কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পার্থক্য করতে না পেরে মোক্ষলাভের আশায়, নাজাত ও পরিত্রাণের আশায়, কেহ পাথরের পূজায়, কেহ নদ-নদীর পূজায়, কেহ বৃক্ষলতার পূজায়, কেহ জীবজন্তুর পূজায়, কেহ পাহাড় পর্বতের পূজায়, কেহ চন্দ্র সূর্যের পূজায়, কেহ গ্রহ নক্ষত্রের পূজায় আত্মনিয়োগ করেছে, আবার কেহ 'সবার উপরে মানুষ বড়' সাব্যস্ত করেছে। কেহ মহামানবের সাগরতীর্থ রচনা করেছে। কেহ হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়, হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়' রচনা করেছে। কেহ বা আকার কি নিরাকার সেই রাব্বানা, আহমাদ আহাদ্ বিচার হলে যায় জানা' রচনা করেছে। কেহ বা 'মুহাম্মদ সিররে ওয়াহ্দাত্ ন্যায় কোই রময উছ্কী কিয়া জানে" রচনা করেছে।

আমি অভিন্নবাদের এই নীতিকে সমর্থন করি না। আমি জানি টেবিল ও মিস্ত্রি যেমন এক জিনিস নয়, হাঁড়ি ও কুমোর যেমন এক বস্তু নয়, একবাল ও শোকোয়া যেমন এক জিনিস নয়, রবীন্দ্রনাথ আর গীতাঞ্জলি যেমন অভিন্ন নয়, নজরুল ও অগ্নিবীনার মধ্যে, জর্জ স্টিফেনসন আর রকেট ইঞ্জিনের মধ্যে, লেখা ও লেখকের মধ্যে, শাহজাহান ও তাজমহলের মধ্যে মার্কনি ও বেতার যন্ত্রের মধ্যে, কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে যেমন আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে ঠিক তেমনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে, খালেক ও মখলুকের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। যিনি স্রষ্টা তিনি হচ্ছেন চিরন্তন আর চিরন্তন কখনো নবোদ্ভুত হতে পারে না। তাই চিরন্তনকে নবোদ্ভুতের সঙ্গে এক গোয়ালে পুরে দিবার কোন যুক্তি আমি পাইনি।

আর এক কথা, জীব জগতে থেকে নিয়ে সর্বজগতের প্রতিটি জিনিস হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। আর এই নিয়মের নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন মহান আল্লাহ্। তাই আল্লাহ্কে সৃষ্টি সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নিয়মের অধীনস্থ করে দেওয়ার আমি ঘোর বিরোধী।

সৃষ্টি ও স্রষ্টার যদি এক জিনিষ হয়, তাহলে সৃষ্টি নিজের অবস্থা কোন অবগত নয়? মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, কেন তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় অসমর্থ? কেন তারা দুঃখ ও বিপদের যন্ত্রণা, কষ্ট ও ব্যথার যন্ত্রণা ভোগ করে? কেন একজন আরেক জনকে শোষণ করে? কেন এক সৃষ্টি আরেক সৃষ্টিকে ধ্বংস করে? কেন হরিকে দেখে হরি লুকায়? এসব প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

আমার কথা, যদি সৃষ্টি স্রষ্টার অংশ বিশেষই হতো, তাহলে সৃষ্টি কখনোই কালের আবর্তনের মাঝে আবেষ্টিত থাকতো না।

www.waytojannah.com

মানুষ কখনোই হাসি ও কান্না, হর্ষ ও বিষাদ সুখ ও দুঃখ, উত্থান ও পতন এবং জন্ম মৃত্যুর অধীনে নিয়ন্ত্রিত হতো না। বাঙরূপী নারায়ণকে কখনই সর্পরূপী নারায়ণ উদরস্ত করতো না। বৃক্ষরূপী নারায়ণকে কখনই কাঠুরিয়ারূপী নারায়ণ কর্তন করতো না, মুরগীরূপী নারায়ণকে কখনই শৃগালরূপী নারায়ণ ভক্ষণ করতো না। এক নারায়ণ আরেক নারায়ণকে দেখে কখনই ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়াতো না।

চার

আমি মুসলিম। বহু ঈশ্বরবাদকে আমি মানি না। এ নীতির সারমর্ম হচ্ছে, বিশ্ব সংসারের ও সৌরমণ্ডলের সৃজন, পরিচালক, সংরক্ষণ ও প্রভুত্ব পরিচালনার কার্য, একাধিক স্রষ্টার মধ্যে, বহু স্বাধীন ও অধীন উপাস্যের মধ্যে বিভক্ত রয়েছে। এ নীতিকে আমার না মান্য করার কারণ হচ্ছে– এর কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। কেবলমাত্র কল্পনা বিলাস ও কবিত্বের উপর নির্ভর করে এ নীতি প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য দেখা যায় কাল্পনিক দৃশ্যমান বস্তু সমূহকে স্রষ্টা বা প্রভুরূপে মানতে গিয়ে মুশরিকদের দল কোন সময়ে একমত হয়নি আর হতে পারেনি। অন্ধকারে হাঁতড়াতে হাতড়াতে যখন যার উপর হাত পড়েছে তখনই তাকে স্রষ্টা বা উপাস্যরূপে মেনে নিয়েছে। ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে তারা কখনো ফেরেশতা, কখনো জীন, কখনো দানব, কখনো প্রেত, কখনো আত্মা, কখনো পাহাড়-পর্বত, কখনো নদ-নদী, কখনো জ্যোতিক মণ্ডলী, কখনো জীব-জন্তু বা মৃত মানব, কখনো বৃক্ষলতা, কখনো অগ্নি, কখনো বায়ু, কখনো চন্দ্র সূর্য প্রভৃতিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। আবার তারা কখনো কাম, কখনো ক্রোধ, কখনো প্রেম, কখনো সৌন্দর্য, কখনো যুদ্ধ, কখনো পীড়া, কখনো শক্তি, কখনো পীর মানব, কখনো চতুর্মুখ, কখনো সহস্রবাহু, কখনো গজানন, কখনো পাঁচপীর, কখনো সত্যপীর, কখনো ঘোড়াপীর, প্রভৃতি বস্তুনিরপেক্ষ, শূন্যগর্ভ ও কাল্পনিক বস্তুগুলোকে উপাস্য শ্রেণীতে স্থান দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অনু, বা আল ও অ-আঁকে, আবার কেহ কেহ 'ব্রহ্মা' 'বিষ্ণু' ও 'মহেশ্বর' কে আর কেহ কেহ 'যীশু' মেরী' ও পবিত্রাত্মাকে প্রভু বা উপাস্যের স্থান দান করেছে।

কেহ বা স্রষ্টা ও উপাস্যমণ্ডলীর মধ্য হতে একজনকে সম্রাট রূপে আর অপরাপর উপাস্য দেবতাদেরকে তাঁর মন্ত্রি পরিষদ, আমলা ও কর্মচারীরূপে কল্পনা করে নিয়েছে, কেহবা কল্যাণ ও আলোকের আর অকল্যাণ ও অন্ধকারের পৃথক পৃথক খোদার কল্পনা করে নিয়েছে।

www.waytojannah.com

কেহ নবী, ওলি, গওছ্ কুতুব, শহীদ, আব্দাল, আলেম, পীর ও রাজা-বাদশাগণের প্রভুত্ব খোদাবন্দির সংস্কারে আক্রান্ত হয়েছে। যে সকল সিদ্ধ পুরুষ গায়রুল্লার রাজত্বকে নিঃশেষ করে তওহীদের রাজত্ব কায়েম করতে এসেছিলেন, হতভাগ্য মুশরিকদের দল তাঁদেরই প্রভুরূপে বরণ করে নিয়েছে।

বহু ঈশ্বরবাদীরা তাদের এই সমস্ত স্রষ্টা বা উপাস্যকে কেবলমাত্র লাভ ও ক্ষতির অধিকারী মনে করে থাকে। আর এজন্য দেখা যায়, তারা পূজা ও উৎসর্গের বিভিন্নরূপী প্রকরণের দ্বারা কেবলমাত্র পার্থিব ব্যাপারে, কৃপা ও সুদৃষ্টি প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত থাকে।

আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি, বহু ঈশ্বরবাদের এ নীতিতে স্রষ্টা ও উপাস্য দেবতামন্ডলীর নিকট হতে কর্মজীবনের কোন বিধান লাভ করা সুদূর পরাহত। কারণ উপাস্য গণের মধ্যে হতে উক্ত বিধান রচনা ও বলবৎ করবেন কে? তাঁদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ও মতভেদের সৃষ্টি হওয়া কিংবা তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ রেখে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই তাঁদের ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হলে তার মীমাংসার পন্থা কি হবে? ভোটাভুটিই যদি হয়, তা হলে ভোটে যাঁরা হেরে যাবেন তাঁরা বিজয়ীদের রচিত বিধানকে বলবৎ হতে দিবেন কেন? যদি কেহ বলে তাঁরা আপোষে পরামর্শ করে মিলেমিশে কাজ চালাচ্ছেন, তাহলে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে তাঁরা একে অপরের মুখাপেক্ষী, তারা একে অপরের সহানুভূতির প্রত্যাশী। কাজেই যাঁরা একে অপরের সহানুভূতির মুখাপেক্ষী, যাঁরা একে অপরের সাহায্যের আশাবাদী-তাঁদেরকে মহান ও সর্বশক্তিমান প্রভু বলা চলে কি করে? এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর আবিষ্কারের ঝামেলার পরিবর্তে ঈশ্বরবাদীরা নিজেরাই নিজেদের কর্মসূচী, নিজেরাই নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিধান প্রস্তুত করে নিয়েছে।

যাঁদের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ ও মারামারি লাগার সম্ভাবনা রয়েছে, যাঁদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, যাঁদের নিকট হতে কর্মজীবনের, আধ্যাত্মিক জীবনের ও পারিবারিক জীবনের বিধান পাওয়া কল্পনা মাত্র। যাঁরা একে অপরের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে কার্য পরিচালনা করতে পারেন না; আমি সেরূপ প্রভুদেরকে বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপ্রভুর আসন দিতে পারি না।

সৃষ্টি মহিমায় ও সার্বভৌমত্বে আমি সকল প্রকার মানবীয় ও অমানবীয় সহযোগ ও অংশীদারত্বকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্‌কে বিশ্ব-চরাচরের স্রষ্টা ও প্রভুরূপে মেনে নিয়েছি এবং তাঁকে আমি সর্বজগতের সার্বভৌম অধিপতিরূপে স্বীকার করেছি। কেন করবো না? একজন মহান স্রষ্টার স্বীকারোক্তি, একজন বিশ্বাধিপতির বিশ্বাস, একজন সর্বশক্তিমান উপাস্যের প্রত্যয়- এ তো কাল্পনিক নয়? এ যে মানব প্রকৃতিতে উপাস্যের মতবাদ, এ যে মানবের মানুষ লোকের শাশ্বত সুন্দর অভিব্যক্তি; এ যে মানুষের সহজাত বৃত্তি।

www.waytojannah.com

ধর্মীয় বিশ্বাসের গোড়ার অনুসন্ধানে পণ্ডিতমণ্ডলী বহুদিন হতে যে গবেষণা চালিয়ে আসছেন, সে গবেষণাও আজ একত্ববাদের কাঠগড়ায় এসে হাজির হয়েছে। নিরেট ও অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে তাঁরা পরিষ্কারভাবে দেখেছেন যে, সৃষ্টিকর্তার একত্বের বিশ্বাস পরবর্তী যুগের আবিষ্কার নয়, এ হচ্ছে মানব জীবনের মূলবস্তু, এ হচ্ছে মানব জাতির সামাজিক জীবনের শাশ্বত সম্পদ। প্রকৃতিরূপের উপাসনা, অবতারবাদের ধারণা, পিতৃপুরুষগণকে পূজা করার পরিকল্পনা, নিছক কাল্পনিক জিনিসের পূজা ও যাদুকরী মতবাদের অবতারণার শত সহস্র শতাব্দী পূর্বে মানুষের জ্ঞানলোকে যে বিশ্বাসের সূর্য উদিত হয়েছিল, তা ছিল-এক শ্রেষ্ঠতম অনবদ্য সত্ত্বার বিদ্যামানতার প্রজ্ঞা।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'ডব্লিউ-শমিট' বলেছেন– বর্তমানে সন্দেহাতীতভাবে জানা গেল যে, সভ্যতা ও সামাজিক জীবনের আদিম স্তরে 'সর্বশ্রেষ্ঠ স্বত্ব' বলে মানুষ যাঁকে ধারণা করেছিল তিনি 'একত্ববাদের' এক সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অপর কেউ নন।

আধুনিক গবেষণাকারীগণ বলেন, দূর অতীতে অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের ধর্মীয় ধ্যান ধারণা সুস্পষ্ট ও প্রহেলিকা শূন্য ছিল। তারা সকলের উর্ধ্বতন এমন এক পরম সত্ত্বাকে বিশ্বাস করতো যিনি তাদের আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এবং যিনি তাদের জীবন ও মরণের একমাত্র অধিকারী।

বুক অফদি ডিড্ নামক গ্রন্থে ডক্টর বজ্ বলেছেন– মিসরের নীল নদের উপকূল ভূমির মন্দির ও মিনারগুলোতে যে সকল ঠাকুর দেবতার মূর্তি চিত্রিত হয়েছিল, সে সকল ঠাকুর দেবতার আবির্ভাবের কমপক্ষে আট হাজার বৎসর আগে মিসরের অধিবাসী শুধু এক অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে নিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মেসোপটেমিয়ার বহু স্থান খনন করে দেখা গেছে এবং পরিষ্কারভাবে বুঝা গেছে যে, সে সকল স্থানের অধিবাসীরা বহু ঈশ্বরবাদী ছিল না। তারা এমন এক চিরন্তন সত্ত্বার উপাসনা করতো, যিনি চন্দ্র, সূর্য ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্রষ্টা।

মহেঞ্জোদারোর অনুসন্ধান কার্য আজও শেষ হয়নি। তবে যতদূর আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে পণ্ডিতগণ একমত হয়েছেন যে, আর্যগণের ভারত আগমনের বহু শতাব্দী পূর্বে এ দেশের অধিবাসীগণ বহুঈশ্বরবাদী ছিল না। তারা তাদের অদ্বিতীয় স্রষ্টাকে উন্ নামে ডাকতো। তারা বিশ্বাস করতো যে সেই অদ্বিতীয় আহাদ বা সেই একক স্রষ্টার প্রভুর সর্বব্যাপী আর তাঁরই অবধারিত বিধানে সমস্ত শক্তি কার্যকর হয়।

www.waytojannah.com

সেমেটিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সমবেত ভাবে একথা বলেছেন যে, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মিশর, নিউবিয়া, মেসোপটেমিয়া, চীন, গ্রীস, কালেডিয়া ও পারস্যে উপকূলের আদিম অধিবাসীরা একজন অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করতো। তারা সেই একক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টাকে এল্ ইলাহ, আল, ও আল্লাহ্ নামে ডাকতো।

মহা, পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

'মা কানান নাসো ইল্লাহ উম্মাতাঁও ওয়াহেদাতান, ফাক্ তালাফু'

আদিতে সকল মানুষ হিদায়তের অভিন্ন ও স্বাভাবিক পথের পথিক থাকায় তারা একই দলভুক্ত ছিল পরে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।'

(সূরা ইউনুছ ১৯ আয়াত)

এর অর্থ, আদিতে সকল গোত্রের সকল মানুষ আল্লাহ্র একত্ববাদের কেন্দ্রে সমবেত্ ছিল। পরে যখন প্রকৃতি রূপের উপাসন; পূর্ব পুরুষদের পূজা, কাল্পনিক বস্তুসমূহের পূজা মানুষের উপর মানুষের খোদাবন্দী ও যাদুকরী মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো তখন মানুষ নানাদলে ও নানা মতে বিভক্ত হয়ে পড়লো।

মোট কথা পৃথিবীর সকল যুগের সকল মানুষের মতবাদ, পৃথিবীর শাশ্বত সুন্দর মতবাদ, মানব হৃদয়ের প্রথম অনুভূতি ও মানব হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ স্বীকৃতি হচ্ছে, এই 'একত্ববাদ' তাই আমি সেই মহান আল্লাহ্কে এককরূপে, 'অদ্বিতীয়রূপে' নিখিল জগতের স্রষ্টারূপে, সমগ্র বিশ্বের একমাত্র প্রভুরূপে বরণ করে নিয়েছি। আমি মুশ্রিক নই। আমি বহু ঈশ্বরবাদী নই।

পাঁচ

আমি মুসলিম। আমি কেবলমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্কে এককরূপে, অদ্বিতীয়রূপে, সমগ্র বিশ্বের একমাত্র প্রভুরূপে, নিয়ন্ত্রণকারী ও একমাত্র উপাস্যরূপে মেনে নিয়েছি– তা নয়। তিনি যে অন্নদাতা, তিনি যে তৃষ্ণা নিবারণকারী, তিনি সে সামঞ্জস্যবিধানকারী, তিনি যে নিশার আবরণ উন্মোচনকারী, তিনি যে শুভ ও অশুভ, পাপ ও পূণ্য, কর্তব্য ও অকর্তব্য, কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের সন্ধানদাতা-তাতে আমার কোনই সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, আমি সেই মহান আল্লাহ্কে পূর্ণ নিশ্চয়রূপে, অবিমিশ্ররূপে, সমকক্ষবিহীনরূপে, জন্ম ও জননের অতীতরূপে, আদি ও অন্তরূপে, চিরঞ্জীবীরূপে, অক্ষয় ও অব্যয়রূপে, সদাজাগ্রতরূপে, সদাবিরাজিতরূপে, তন্দ্রা ও নিদ্রার অতীতরূপে, অতি বিশুদ্ধরূপে, মহাপবিত্ররূপে, শান্তির উৎসরূপে, মহাসত্যরূপে, জ্যোতির্ময় রূপে, অবিনশ্বররূপে, সর্বজ্ঞরূপে, জ্ঞানময়রূপে, অন্তর্যামিরূপে, দয়াময়রূপে, পতিতপাবনরূপে, করুণানিধানরূপে, দয়ালু

www.waytojannah.com

শ্রেষ্ঠরূপে, আশ্রয়দাতারূপে, ক্ষমতাকারীরূপে, মহাদাতারূপে, অনন্তধৈর্য্যের অধিকারীরূপে, প্রেমময়রূপে, বিপত্তারণরূপে, আশ্রিত বৎসল্যরূপে অভয়দাতারূপে, শ্রেষ্ঠঅবলম্বনরূপে, ত্রাণকর্তারূপে, অচ্চনারযোগ্যরূপে, সর্বসিদ্ধিদাতারূপে, সম্ভ্রমদাতারূপে, উন্নয়নকারীরূপে, ব্যাপ্ত ও পরিবেষ্টকরূপে, সূচনাকারীরূপে, রক্ষাকারীরূপে, মহোপেকারীরূপে, সংহারকরূপে, মহীয়ানরূপে, মহাগৌরবান্বিতরূপে, ন্যায় বিচারকরূপে, সাহায্য নিরপেক্ষ ও শাসনকর্তারূপে, প্রবল পরাক্রান্তরূপে, অবিচলিতরূপে ও রসুলদিগকে প্রেরণকারীরূপে-বিশ্বাস করেছি।

কেবলমাত্র তাই নয়। আমি সেই মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করি না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও আমি রাজ রাজেশ্বররূপে, শরীয়ত রচনা করার মৌলিক অধিকারীরূপে, শ্রেষ্ঠতম প্রেমাস্পদরূপে-স্বীকার করি না। কোন জীবের ভিতর বা কোন বস্তুর ভিতর মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্বকে আমি স্বীকার করি না। কাহারো পক্ষে আল্লাহ্র অবতারত্ব লাভ করার সম্ভাবনাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আল্লাহ্র পছন্দ ও অপছন্দকে আমি নিজের পছন্দ অপছন্দের মানদন্ড স্বরূপে গ্রহণ করেছি। কাউকেও আমি 'আল্লাহ্র সন্তান, আল্লাহ্র কুটুম' আল্লাহ্র জ্ঞাতি, আল্লাহ্র স্বগোত্র, আল্লাহ্র তালীদার, আল্লাহ্র শরীক ও আল্লাহ্র সহকারীরূপে স্বীকার করি না।

ছয়

আমি মুসলিম। ফেরেশতাদের প্রতি, ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের প্রতি, পুনরুত্থানের প্রতি, চরম বিচারের প্রতি, বেহেশত ও দোজখের প্রতি এবং যুগে যুগে, দেশে দেশে যে সমস্ত মহামানবগণ ও নবীগণ বিশ্বের কল্যাণের জন্য জগতের বুকে আগমন করেছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের প্রতি ঈমান এনে তাঁকে আমি শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে বরণ করেছি। কেন করবো না? যিনি সম্রাট ও ভিক্ষুক, ধনিক ও সর্বহারা, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, আর্য ও অনার্য, কুলীন ও অস্পশ্য, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় এবং আরব ও আজম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্র পয়গাম বহন করে এনেছিলেন। যখন রাষ্ট্র, সমাজ ও নীতি নৈতিকতার সমস্ত বিধি নিষেধ, সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। যখন তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল প্রভৃতি ঐশী গ্রন্থগুলো প্রক্ষিপ্ত ও বিকৃত হয়ে পড়েছিল। যাঁরা মানুষের সাম্য ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আজীবন সাধনা করে গেছেন-তাঁদেরকেই ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র ও অবতারের আসনে

www.waytojannah.com

যখন সমাসীন করা হয়েছিল। যখন শাসক শাসিতের সম্পর্ক খাদ্য ও খাদকের পর্যায়ে নেমে পড়েছিল। যখন দুনিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যখন গৃহযুদ্ধ, গোত্রযুদ্ধ আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ-মানবগোষ্ঠী অবসন্ন ও অসহায় হয়ে পড়েছিল। যখন অবাধ সম্পর্কের খরস্রোত সব রকম বিধি নিষেধকে ভাসিয়ে নিয়ে উদ্যম ও অপ্রতিহত গতিতে অনাচার ও ব্যাভিচারের অতল আবর্তে মানবগোষ্ঠীকে সমাহিত করে ফেলেছিল। যখন ভগ্নি, দুহিতা ও বিমাতারা সমাজের উচ্চ ও নি শ্রেণীতে অবলীলাক্রমে ভার্যার আসন অধিকার করে বসেছিল। ফল কথা, যখন ভারত, মিশর, রোম ও পারস্য প্রভৃতি সভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্রভূমিগুলো অরাজকতা, অশান্তি, উপদ্রব ও দাসত্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, অনাচার ও ব্যভিচার এবং দারিদ্র্য ও দাসত্বের শয়তানী লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল আর সমস্ত দুনিয়া নিষ্পলক ও তন্দ্রাহীন দৃষ্টি নিয়ে উন্মুখ ও উৎকণ্ঠিত হয়ে মানব জাতির মুক্তিদাতার আবির্ভাবের নিশ্চিত সম্ভাবনায় অপেক্ষমান ছিল। ঠিক সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভারাক্রান্ত ও সঙ্কটাপন্ন মানব সত্তাকে সান্তনা দান করার জন্য, শান্তি ও মুক্তিদান করার জন্য যাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল কেন তাঁকে আমি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মহামানবরূপে বরণ করবো না?

যাঁর পবিত্র জীবন দিগন্ত প্রসারী ও অনন্তমুখী। যার জীবনের সাথে অন্য কোন মানবের যথার্থ তুলনা হয় না? হযরত ইব্রাহীম, হযরত সোলায়মান, হযরত দাউদ, হযরত মুসা ও হযরত ঈসা প্রমুখ বিশ্ববরেণ্যদের পবিত্র জীবনও যাঁর আদর্শ জীবনের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তবে একথা সত্য যে, মানুষের অধ্যাত্ম ও লৌকিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে এদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিরাট দান রয়েছে, কিন্তু জড় ও চৈতন্যের কৃত্রিম ভেদরেখাকে অপসারিত করে মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শ যিনি দুনিয়াকে দান করতে পেরেছিলেন- সেই নবী মুহাম্মদ (দঃ) কে আমি শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে বরণ করে নিয়েছি।

তিনি যেমন আধ্যাত্মিক মহাগুরু ছিলেন, তিনি যেমন নীতি নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তিনি যেমন মহাদার্শনিক ছিলেন তেমনি তিনি ছিলেন কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতি বিশারদ। তিনি এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রের জন্মদাতা, তিনি এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তিনি এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রের অধিনায়ক, যার তুলনা পৃথিবীতে নেই। তিনি ছিলেন স্বয়ং আদর্শ যোদ্ধা। তিনি ছিলেন আদর্শ সেনাপতি, তিনি ছিলেন নতুন অর্থবিজ্ঞানের উদ্ভাবক, তিনি ছিলেন নূতন অর্থবিজ্ঞানের প্রবর্তক, তিনি ছিলেন নতুন অর্থবিজ্ঞানের রূপায়ক। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার সনদদাতা। তিনি ছিলেন আদর্শ আইনজ্ঞ। তিনি ছিলেন আইনের রচয়িতা ও তার প্রতিষ্ঠাকারী। তিনি ছিলেন আদর্শ সমাজ সংস্কারক,

www.waytojannah.com

তিনি ছিলেন দরদী বন্ধু। তিনি ছিলেন সাম্য সম্প্রীতির অগ্রদূত। তিনি ছিলেন পরোপকারী ও মিষ্টভাষী। তিনি ছিলেন উদার স্নেহ প্রবণ ও প্রশান্ত অথচ অনলবর্ষী বাগ্মী। তাঁর সাহিত্য পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। তাঁর ভাষণের সাথে আজ পর্যন্ত কেউ প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে সমর্থ হয়নি। ত্যাগ ও তপস্যার যে মহান আদর্শ কৃচ্ছ সাধনার যে মহান আদর্শ; ক্ষমা ও বৈরাগ্যের যে মহান আদর্শ জগতের মাঝে তিনি স্থাপন করে গেছেন– তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন অতিথি পরায়ণ গৃহস্থ; তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা; তিনি ছিলেন প্রিয়তমা সুহৃদ; তিনি ছিলেন উত্তম প্রতিবেশী; তিনি ছিলেন গৃহস্থলীর নিত্যনৈমিত্তিক কার্যের সহচর, তিনি ছিলেন চির প্রেমময় স্বামী। শুধু অলীককরণে বা শুধু কলহ ও অপবাদের ভয়ে মুহাম্মদ (দঃ) সতী সাধ্বী জননী আয়েশাকে, মা হাজেরার মত মা সীতার মত বনবাসে দেননি। পক্ষান্তরে নারীত্ব ও মাতৃত্বের মর্যাদা প্রতিপন্ন করে তিনি নিন্দুক ও পরশ্রীকাতরতদের চীৎকারকে শুদ্ধ করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মানুষকে নীতিকথা ও হিতোপদেশ শুনিয়ে থাকেন, তাঁদের বাণী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা অবাস্তব আর মানুষের অনুসরণের অযোগ্য। পক্ষান্তরে যায়া মানুষের আধ্যাত্ম দাবী দাওয়াতে প্রত্যাখ্যান করে কেবল তার জড়দেহের ক্ষুণ্নিবৃত্তি ও সম্ভোগের উপায় উদ্ভাবনে জীবন কাটিয়েছেন তারা বিশ্বের গোটা মানব সমাজকেই পশুতে পরিণত করেছেন। মনুষ্যত্বের মহত্ব ও গৌরব তাদের হাতে সকল সময় লাঞ্ছনাই ভোগ করে চলেছে। জড় ও চৈতন্যের এই অসামঞ্জস্যকে যিনি অপসারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন– সেই মহাপুরুষকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করা কি আমার অন্যায়?

নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যে মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে পৌরহিত্য করতেন, তার পরমুহূর্তেই তিনি রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনী পরিচালনা করতেন। তিনি যুগপৎ ভাবে অন্তরলোককে সুরভিত, সুষমামন্ডিত ও বিশ্বপ্রভূর প্রেমালোকে উদ্ভাসিত আর সমাজ ব্যবস্থাকে শান্তি ও কল্যাণের বাস্তবরূপ দিয়ে সমুন্নত করে তুলেছিলেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মহৎ জীবনের এই যে বিচিত্র ও সর্বোতোমুখী বিকাশ, স্থান ও কালের দূরত্ব তাকে ম্লান করতে পারেনি। চিরঞ্জীবী সদা জাগ্রত সীমাহীন উৎস থেকে তিনি মানব জাতির জন্য জীবনের অমৃত আহরণ করেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল জীবন্ত মুর্তিমান কোরআন। কোরআনই ছিল তাঁর পূত জীবনালেখা তাই তাঁকে আমি শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে স্মরণ করে নিয়েছি।

www.waytojannah.com

যে মহাপুরুষকে লক্ষ্য করে কোরআন ঘোষণা করছে–ইয়াসীন, ওয়াল কুরআনীল হাকীম। ইন্নাকা লা মিনাল মুরসালীন। আলা সিরাতিম মুসতাকীম।

'হে জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ) প্রজ্ঞাশীল কোরআনের শপথ, নিশ্চয় আপনি প্রেরীত মহাপুরুষগণের অন্যতম, নিশ্চয় আপনি সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অধিষ্ঠিত।' (সূরা ইয়াসীন)

যে মহানবীর মুখ হতে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট বা অস্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত একটিও কথা উচ্চারিত হয়নি। যেমন কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে–

ওমা ইয়ানতেকো আনিল হাওয়া, ইনহুয়া ইল্লা ওয়াহ্ হুউই ইয়োহা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) যদৃচ্ছাভাবে কথা বলেন না, তিনি যা কিছু বলেন, যে ওয়াহী তাঁর কাছে প্রত্যাদিষ্ট করা হয় তদানুসারেই বলে থাকেন। (ছুরা নজম ৩ আয়াত)

যে মহানবীর আনুগত্যের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ কোরআনে শত সহস্র বিধান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে। বালাগাল উলা বেকামালেহী, কাশাফাদ দোজা বে জামালিহী হাসুনাত জামিও খেছালিহী, সালু আলাইহে ওয়া আলেহী।

যে মহানবী পূর্ণত্বের সর্বোচ্চ শিকরে উঠেছিলেন, যাঁর সৌন্দর্যে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেছে, সর্ব আচার ব্যবহার যাঁর সুন্দর ও মহান ছিল তাঁর উপর ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর আমার শত সহস্র দরূদ। এহেন মহামানবকে আমি আদর্শরূপে বরণ করবো না তো করবো কাকে?

সাত

আমি মুসলিম। এ জড় জগতকে আমি কর্মক্ষেত্ররূপে জানি। এ জড় জগতের পরে আরও যে উন্নততর জগৎ আছে। সেখানে যে আমাদের কর্মের বিচার হবে ও ফলাফল ভোগ করতে হবে একথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু জগতে এমনও একদল লোক রয়েছেন যারা পুনর্জন্মবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন মানুষ মরে গেলে তার কৃতকর্মের প্রকৃতি অনুসারে তার আত্মা কোন জন্তু, কোন তৃণলতা বা কোন বৃক্ষে স্থানলাভ করে কৃতকর্মের ফলভোগ করতে থাকে। তারপর পুনরায় সে মানুষের দেহে স্থান লাভ করে কর্ম করে যায়। যার পাপের পরিমাণ বেশি হয় সে নরক কুণ্ডে গমন করে এবং সেখানে সে নানা রকমের শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু যদি দুস্কৃতির সঙ্গে কিছু সুকৃতি থাকে তাহলে সে নরক কুণ্ড হতে চন্দ্রলোকে গমন করে। আর যদি কিছু কর্ম বাকি থেকে যায় তাহলে সেই আত্মাকে বায়ু, মেঘমালা ও বৃষ্টির ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বুকে পুনরায় অবতরণ করতে হয় এবং তার কর্মে প্রকৃতি অনুযায়ী জন্তু বা উদ্ভিদে রূপান্তরিত হয়ে সে ফল ভোগ করে। তারপর সে মুক্তিলাভ করে মানুষের

www.waytojannah.com

যোনিতে স্থানান্তরিত হয়, এভাবে সৎকর্মের পরিমাণ বর্ধিত আর অসৎকর্মের সম্পূর্ণ বিরতি না ঘটা পর্যন্ত মানুষ ঐ ভাবে গমনাগমনের ঘুরপাক খেতেই থাকে। তারপর জড়দেহের বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে আবার সে অন্তরীকে সূর্য ও চন্দ্রলোকে এবং নিহারিকামালায় বিশ্রাম লাভ করে। তারপর স্বীয় জ্ঞান ও স্বীয় কর্মের মধ্যে কোন ত্রুটি বা স্বল্পতা থাকার দরুন আবার তাকে মেঘমালা, বায়ু ও শস্য প্রভৃতির সঙ্গে মিশে দুনিয়ায় আসতে হয় এবং আগের মত বিভিন্ন দেহের ভিতর দিয়ে সে প্রতিফল ভোগ করে যায়। ভালই হোক আর মন্দই হোক, কর্মের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্ম জন্মান্তরের এ রীতির অবসান ঘটার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূর্ণ মুক্তির উপায় হচ্ছে সকল প্রকার কর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হওয়া। অতএব শুধু নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়তার সাহায্যেই মোক্ষলাভ করা যেতে পারে। কিন্তু তবু তো ব্যাপার এখানে শেষ হচ্ছে না? মোক্ষ বা নাজাত লাভ করার পরও তো ছাড়াছাড়ি নেই। কারণ জন্মান্তরবাদীরা বলেছেন, এ দুনিয়া মহাপ্রলয়ে যখন বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তারপর যখন নতুনভাবে সব তৈরি হবে, তখন আবার কর্ম ও তার ফলের ঘোরাফেরা চলতেই থাকবে। আবার দ্বিতীয় প্রলয় সংঘটিত হবে তারপর নতুন করে বসুন্ধরা গড়ে উঠবে, আর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের এই বিরামহীন গোলকধাঁধা চলতেই থাকবে।

আমি কর্মফল দানের কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন মনে করি। প্রথম, প্রতিফলের যোগ্য সাব্যস্ত হওয়া, দ্বিতীয়, প্রতিফলের যোগ্য সাব্যস্ত করার জন্য বিচারকের বিদ্যমান থাকা, তৃতীয়, যে কর্মের প্রতিফলন আসামীকে দেওয়া হোল, নিঃসন্দেহভাবে তা প্রমাণিত হওয়া। কিন্তু জন্মান্তরবাদের মধ্যে প্রতিফল দানের ব্যবস্থা স্বীকৃত হলেও তার মধ্যে উল্লিখিত তিনটি ব্যবস্থার একটি আমি দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ যে, শুকরের যোনিতে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করেছে তা সাব্যস্ত করা, সাব্যস্ত করার জন্য বিচারকের কাছে দাঁড়ানো এবং তার অপরাধ নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হওয়া-এসবের ব্যবস্থাই জন্মান্তরবাদের মধ্যে দেখছি না। সেজন্য আমি এই প্রতিফল দানের রীতিকে একজন সর্বশক্তিমান ন্যায় বিচারকের বিচাররূপে গ্রাহ্য না করে অন্ধ প্রকৃতির খেয়াল বলে স্বীকার করে নিয়েছি।

যে অপরাধে মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হলো, সে অপরাধ পর্যন্তও তাকে যদি জানতে না দেওয়া হলো, যিনি ফাঁসি দিলেন তাঁকে যদি দেখার সুযোগ না পাওয়া গেল, বিচারকের ন্যায় বিচার ও বিচারপতিত্বের অধিকার সম্বন্ধে যদি কিছুই জানতে না পাওয়া গেল, যে অপরাধে তাকে ফাঁসি দেওয়া হলো তা প্রমাণিত করার জন্য যদি কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত না হলো; অপরাধী তার বক্তব্য

www.waytojannah.com

নিবেদন করার সুযোগ যদি না পেলো;- তাহলে সেরূপ বিচার পদ্ধতির পরিকল্পনা মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস ও আশার কোন ভাব শান্তি ও ভরসার কোন ভাব, শংকা ও অনুশোচনার কোন ভাব জাগিয়ে তুলতে পারে কি?

সমস্ত ঐশীগ্রন্থে ইহলোককে কর্মক্ষেত্র ও পরলোককে কর্মফলের ক্ষেত্র বলা হয়েছে। কিন্তু পুনর্জন্মবাদের দার্শনিকতা এই দুনিয়াকেই কর্মফলের ক্ষেত্ররূপে সাব্যস্ত করেছে। আমি ইহজগতকে কর্মফলের ক্ষেত্ররূপে মেনে নিতে নারাজ। কারণ ইহজগতকে কর্মফলের ক্ষেত্ররূপে মেনে নিতে গেলে জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্চে। স্থিতিমান জগতকে প্রতিফলের ক্ষেত্ররূপে মেনে নিতে গেলে কর্মের পূর্বের কর্মফলের বিদ্যমানতা স্বীকার করে নিতে হয়। কর্মবিহীন কর্মফলের ব্যবস্থা যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ কথা, তেমনি সৃষ্টির প্রথম উদ্ভবও বিকাশকে কর্মফল প্রসূত বলে দাবী করা এ যেন ঘোড়ায় আগে গাড়ী জোড়ার মত ব্যাপার। বেশীদূর যাব না, আত্মা সর্বপ্রথম কোন্ পাপ বা পুণ্যের বলে মানুষের দেহে প্রবেশাধিকার লাভ করলো-এই প্রশ্নটি চিন্তা করলেই তো জন্মান্তর বাদের অলীকতা বুঝতে পারা যাবে?

তাছাড়া পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে পুনর্জন্মে মানুষের কর্মের কোন স্বাধীনতাই নেই। এ পৃথিবীতে মানুষ যা করে যাচ্ছে সে হচ্ছে তার পুরস্কার। কাজেই পুনর্জন্মবাদে মানুষের কর্মের যখন কোন স্বাধীনতাই নেই তখন তার প্রতিফল ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায় বিচারের চমৎকারিত্ব হতভাগ্য মানব সন্তান কি করে হৃদয়ঙ্গম করবে? মোটকথা পুনর্জন্মবাদের প্রথম ও শেষ উভয় অংশই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও প্রহেলিকার কুজ্ঝটিকায় আবৃত। তাই এ নীতিকে আমি মানি না।

আট

আমি মুসলিম। পরোপকার সাধনে ব্রতী হওয়া, যাতে এক শ্রেণীর লোক সমস্ত ধন ভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে বসে তজ্জন্য ধনৎসম্পত্তির সম্প্রসারণ করা, আপন ধন-সম্পদের কতকাংশ অভাবগ্রস্থ আত্মীয়স্বজনের জন্য অনাথ বালক-বালিকার জন্য, দীন-দরিদ্রের জন্য, পথিক ও ভিক্ষুকের জন্য, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর জন্য এবং সহচর ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতিষ্ঠা করা, পবিত্র রমজানের রোজা রাখা, যৌনক্ষুধার দাবী, নিদ্রার দাবী, পেটের দাবী ও অহমিকার দাবীকে নিয়ন্ত্রিত করা, অবসরকালীন, সময়ে মহাগ্রন্থ কোরআন পাঠ কর, সকল সময়ে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশমত আল্লাহ্র পবিত্র নাম স্মরণ করা, অহংকার বর্জন করা, মুনাফেকী ও শঠতা পরিত্যাগ করা, নেফাককে কুফর অপেক্ষা জঘন্য মনে করা, দৃষ্টিনত করা,

www.waytojannah.com

নেফাককে কুফর অপেক্ষা জঘন্য মনে করা, দৃষ্টি নত রাখা, ক্রোধ সংবরণ করা, ক্ষমাশীল হওয়া, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও বেতামিযির উক্তি ও আচরণ পরিহার করা, অমিতব্যয়িতা ও অতিরিক্ত বিলাস বাসন পরিত্যাগ করা, মাতা-পিতার প্রতি সম্ভ্রমশীল হওয়া, তাদের অনুগত হওয়া, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, তাদেরকে কখনো কর্কশ কথা না বলা, তাদের উপর রাগান্বিত না হওয়া, মাতা-পিতা বিধর্মী হলেও গার্হস্থ জীবনে তাঁদের সেবা শুশ্রূষা করা, তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, দুঃস্থ পীড়িত ও আর্তমানবের সেবা করা, প্রতিপক্ষকে বুঝতে বা আহ্বান করতে হলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে, যুক্তিতর্ক দিয়ে, সুমিষ্ট ভাষা দিয়ে, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দিয়ে বুঝানো বা আহ্বান করা, স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, ছোট হোক বড় হোক পরস্পর সাক্ষাতের সময় আসসালামো আলাইকুম বলে অভিবাদন ও অভিনন্দন করা, রসূল মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক সমর্থিত পোশাক পরিচ্ছদ ও কাটছাট অবলম্বন করা, মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করা জীবিত ও মৃত সকল মুসলমানের জন্য দোওয়া ও মাগফেরাত কামনা করা, দুজন বা দু'দল লোক বিবাদে প্রবৃত্ত হলে আপোষ করে দেওয়া, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, যারা অত্যাচারী, যারা অনাচারী যারা ব্যভিচারী, যারা ইসলামের শত্রু যারা মুসলমানের শত্রু, যারা ইসলামকে তিলে তিলে নিশ্চিত করতে চায়, যারা লেখনির মাধ্যমে, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে অতি কৌশলে ইসলামের গৌরব ও মহিমাকে নষ্ট করতে চায়, যারা ইসলামের পেট কাটতে চায়– তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা, তাদের সাথে আত্মীয়তা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করা, তবলীগের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলা, যে সকল অমুসলমান মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ নয় তাদের সাথে সদ ব্যবহার করা, কোন স্থানে একাধিক লোক বাস করলে সেখানে ইসলামী জামাত গঠন করা, ইসলামের বিরুদ্ধে না হলে ইসলামী জামাতের নেতার আনুগত্য স্বীকার করা, আত্মরক্ষার জন্য শক্তি চর্চা করা, ইসলাম প্রচারের জন্য, ইসলামী আদর্শবাদের সম্প্রসারণের জন্য, প্রকৃত মুহাম্মদী জামাত গঠনের জন্য প্রাণপণে অগ্রসর হওয়া, ইসলামী জামাতের নেতৃত্বে বায়তুল মাল গঠন করা, সাধ্যপক্ষে একবার কাবাশরীফের হজ্ব করা, জমা টাকা, অব্যবহৃত অলঙ্কারাদি গবাদি পশু, উৎপন্ন শস্য ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত মালের জাকাত পরিশোধ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধাচারী হওয়া, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও তরবিয়তের জন্য শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করা ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত ধনপ্রাপ্তের সাহায্যে রসনা ও লেখনীর সাহায্যে ইসলামী আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতিকে আমি মহাপুণ্যজনক মনে করি।

www.waytojannah.com

পক্ষান্তরে পুঁজিবাদের সমর্থন করা, আইন-সঙ্গত কারণ ছাড়া ভিক্ষা-করা, অনাথ পিতৃহীনের সম্পত্তি গ্রাস করা, মিথ্যা ফতোয়ার সাহায্যে অর্থোপার্জন করা, ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে প্রবঞ্চনার আশ্রয় লওয়া, সুদ খাওয়া, জুয়া, লটারী, ঘুষ, অত্যাচার ও মিথ্যাচারের সাহায্যে অর্থোপার্জন করা, চুরি, ডাকাতি করা, যে সকল বস্তুকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অখাদ্য, করেছেন সে সকল বস্তু ভক্ষণ্ করা, মৃত পশুপক্ষী, রক্ত, শূকর ও আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু বা খাদ্য ভক্ষণ করা, গলা টিপে মারা, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মরা, উপর থেকে পড়ে মরা কিংবা অন্য কোন প্রাণীর আক্রমণজনতিত মরা, পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ করা, হিংস্র প্রাণী যে সমস্ত পশু পক্ষীকে বধ করেছে সে সমস্ত পশুপক্ষী ভক্ষণ করা, খান, দরগা, কবর প্রতিমা ও ঠাকুরের থানে যে নৈবেদ্য, বলি, নজর নেওয়াজ দেওয়া হয় তা ভক্ষণ করা, মাদক দ্রব্য সেবন করা, চুরি, ডাকাতে, জালিয়াতি, ঠকামী, উৎকোচ, ব্যাভিচার ও অত্যাচারের সাহায্যে লব্ধ অর্থ বা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা মিথ্যাকথন ও মিথ্যা আচরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, মিষ্টভাষী না হওয়া, কর্কশ ও উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা বলা, উদ্ধতভাবে চলাফেরা করা, উলঙ্গ হওয়া, পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে অর্দ্ধলগ্ন অবস্থায় থাকা, ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া, বিনা প্রমাণে কারো সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করা, অজ্ঞাত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা, কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দাচর্চা করা, কারো মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, কারো দোষ অন্বেষণ করা কোন মানুষকে উপহাস করা, পরস্পরকে দোষারোপ করা, উপহাস ব্যঞ্জক নাম নিয়ে কাউকে ডাকা, অধিক ঠাট্টা তামাশা করা, বিধর্মী ও অংশীবাদীদেরকে কটুক্তি করা, গুজব-চঞ্চল হওয়া, কৃপণ হওয়া, নাচ ও বাদ্যভাণ্ডে লিপ্ত হওয়া, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কারো উপর বল প্রয়োগ করা, সকল প্রকার অসৎ কর্মের সমর্থন ও সাহায্যের জন্য এগিয়ে চলা, পাপ, অন্যায়, মিথ্যা ও জুলুমের সাহায্য ও সমর্থন করা, কিশোর ও কিশোরী, যুবক ও যুবতী নিবিশেষ সকলে মিলিতভাবে যে শিক্ষাগারে অধ্যায়ন করে সেখানে সন্তানদেরকে শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতিকে আমি মহা পাপ বলে মনে করি।

আমি ইউরোপের পুঁজিবাদকে সমর্থন করি না। আর যে গণতন্ত্রের মানুষের যথার্থ মূল্য নির্ণিত হয় না, কেবলমাত্র তাদেরকে গণনা করা মাত্র হয় আমি সেরূপ গণতন্ত্রের বিরোধী। যে গণতন্ত্রের মানুষে মানুষে বর্ণ বৈষম্য ও বিভেদ নেই, যে গণতন্ত্রে মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের ত্যাগ ও মানুষের কর্মের বিচার করা হয়, যে গণতন্ত্রে ছোট ও বড়, ধনী ও নির্ধন, রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাস্তি এবং সবল ও দুর্বলের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। যে গণতন্ত্রে প্রবল জাতি কর্তৃক দুর্বলের অর্থনৈতিক শোষণ ও রক্ত মোক্ষণের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয় না, যে

www.waytojannah.com

গণতন্ত্র সাম্য ও মৈত্রী, সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠা এবং মানবতাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত যে গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে তওহীদ-আমি সেই গণতন্ত্রকে অন্তর থেকে সমর্থন করি।

কোন কোন শাস্ত্রে দেখা যায় নারী দাসীরূপে ও নারী সেবিকারূপে পরিগণিতা, নারী ও স্বত্ব ও পদমর্যাদার স্বাভাবিক দাবী হতে চিরবঞ্চিতা, নারী ধর্মের বহু ক্রিয়াকর্মের অধিকার হতে বঞ্চিতা, নারী কুৎসিত ও অপবিত্ররূপে বিচিত্রা।

আবার কোন কোন শাস্ত্রে দেখা যায়, নারী সমাজের ন্যায্য স্থান হতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে।

কেহ কেহ সমস্ত নারী জাতিকে অমঙ্গলের আকার ভেবে গেছেন। কেহ কেহ নারীকে শয়তানের দ্বার, নিষিদ্ধ বৃক্ষের উমুক্তকারিণী, স্বর্গীয় আইনের লঙ্ঘনকারিণী, শয়তানের মুখপাত্র, দংশনোদ্যত বৃশ্চিক, বিষধর সর্প ও মানুষের হৃদয়কে পাপাসক্ত করবার যন্ত্র প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেছেন।

আমি মুসলিম। আমার কথা হচ্ছে নর ও নারী আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রহস্যের দুটো অপরিহার্য অঙ্গ। নর ও নারী হচ্ছে জীবনের চলার পথে অপরের একান্ত কাম্য জীবন দোসর। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে চলমান জীবন স্রোত একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে জন্য আমি নর নারীর মর্যাদার মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইনি। তাই মানবত্বের দিক দিয়ে, মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে ইনসানিয়াত ও আদমিয়তের দিক দিয়ে, শিক্ষা ও তরবিয়তের দিক দিয়ে নারী যে পুরুষেরও উর্ধ্বে উঠতে পারে– একথা আমি চৌদ্দ শত বৎসর যাবৎ ঘোষণা করে আসছি। কন্যা যে মৃত পিতার, মাতা যে মৃত পুত্রের আর স্ত্রী যে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অংশ পাবে একথা আমিই জগৎকে জানিয়ে দিয়েছি।

নয়

মহানবী ঘোষণা করেছেন,

'লা রোহ্‌বানিয়াতা ফিল ইসলাম'

ইসলামের বৈরাগ্যের স্থান নেই। তাই, আমি মুসলিম। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়-অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভির মুক্তির স্বাদ এই আমার কাম্য। বৈরাগ্যের অনুসারীরা বলেন এই দুনিয়াটা হচ্ছে একটা মস্তবড় কয়েদখানার মত আর মানুষের দেহটাও হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র কারাগার স্বরূপ। মানুষের আত্মাকে দেহরূপী কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। প্রবৃত্তির সমস্ত আকর্ষণ আর দেহের যাবতীয় প্রয়োজন হচ্ছে এই কয়েদখানার বেড়ী আর শিকল। পৃথিবীর

www.waytojannah.com

সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যত বাড়তে থাকবে তার আত্মাও তত কলুষিত হবে এবং তার বন্ধনও তত শক্ত হবে। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্ক ছেদন করতে না পারলে প্রবৃত্তির সমুদয় আকর্ষণের বন্ধন হতে মুক্ত হতে না পারলে, আত্মার কোন মুক্তিই নেই। রক্ত মাংসের আকর্ষণে স্নেহ ও মমতার যে সম্পর্ক, প্রেম ও প্রীতির যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অন্তর হতে সেগুলোকে নির্বাসিত করতে না পারলে আর কঠোর তপস্যা ও সাধনার দ্বারা প্রবৃত্তি, ও দেহকে নির্মমভাবে নির্যাতিত করতে না পারলে আত্মা বিশুদ্ধ ও লঘু হয়ে মুক্তির উচ্চতম স্তরে উড়তে সক্ষম হয় না।

আমি বৈরাগ্যের এই নীতির ঘোর বিরোধী। তার কারণ,-এ নীতি হচ্ছে যাবতীয় সভ্যতা ও সকল প্রকার উন্নতির ঘোর পরিপন্থী। যে নৈতিক ভিত্তির উপর বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত তার সবটুকু নৈতিবাচক-অস্তিবাচক নেই বললেই চলে। মানুষের ধ্যানে, মানুষের ধারণায়, মানুষের চরিত্রে, মানুষের কর্মজীবনে বৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কোকেন ও আফিমের মত। যাঁরা সাধু, যাঁরা সচ্চরিত্র, যাঁরা সরল স্বভাবের তাঁদেরকে কর্মজীবনের ব্যস্ততা হতে সরিয়ে কোনঠাসা করে রাখে এই বৈরাগ্য। তাঁরা বনে, জঙ্গলে, মাঠে, মাঠে, নদীর তীরে, পাহাড়ের গুহায়, মসজিদে, মন্দিরে, গির্জায় ও খানকায় যেয়ে তপস্যায় নিমগ্ন থাকুক আর নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, কপট, স্বার্থপর, ভন্ড, মিথ্যুক, অনাচারী ও পাষণ্ডের দল পৃথিবীর ওসি সেজে বসুক-এই চায় বৈরাগ্য। বৈরাগ্য নীতিকে অবলম্বন করার ফলে মানুষের মনে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে এক রকম ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয় আর শেষ পর্যন্ত মানুষ নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ে।

যারা দুর্দান্ত স্বার্থজীবি ও যারা লালসা সর্বস্ব তাদের উদ্দেশ্য সফল করার পথে বৈরাগ্যনীতি বিশেষ সহায়ক। সে জন্য অনেক রাজা, অনেক বাদশাহ, অনেক ধনিক, অনেক কর্ম ব্যবসায়ী, অনেক মুনাফেখোর, অনেক শাসক ও অনেক মহাজনকে এ নীতির পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রহতান্বিত দেখা যায়।

স্বভাবের দাবীর কাছে বৈরাগ্যনীতি যখন পরাজিত হয়, তখন প্রবৃত্তির অর্চ্চনার অভিনব কৌশল ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার অভিনব তত্ত্বের পদ্ধতি উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। কোথাও রূপক প্রণয়ের সাহায্যে কোথাও বামাচারের সাহায্যে, কোথাও প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বের সাহায্যে আর কোথাও স্বর্গের ছাড়পত্রের সাহায্যে ধনলাভ চরিতার্থ করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। কোথাও ধনিকদের ষড়যন্ত্রে, কোথাও শাসকদের ষড়যন্ত্রে দুনিয়া বর্জনের গৈরিক পতাকা টানিয়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক রাজত্বের সুদূর প্রসারী জাল বিস্তার করা হয়। রোমের পোপ আর প্রাচ্যের গাদ্দীনশিনরা এর দৃষ্টান্ত জগৎকে ভালভাবেই দেখিয়েছে।

www.waytojannah.com

মানুষের স্বভাব ধর্মের উপর বৈরাগ্যনীতি যখন আঘাত স্থানে তখন তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মানুষ পৃথিবীকে কর্মক্ষেত্র, পরীক্ষার ও পরকারের শস্যভূমির পরিবর্তে শাস্তির আগার ও মায়ার জাল বলে ভাবতে শিখে। মানুষ যে দুনিয়ার স্রষ্টার প্রতিনিধি স্বরূপ এসেছে একথা সে ভুলে যায়। খিলাফতে ইলাহিয়ার বা ইলাহী সাম্রাজ্যের গৌরবান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলে। ধর্মের ব্যবস্থা নিরর্থক হয়ে যায়। ইবাদত ও আরাধনা, আদেশ ও নির্দেশ মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রকৃত তাৎপর্যকে ভুলে, আত্মশুদ্ধি ও খিলাফতের যোগ্যতা অর্জনের সাধনাকে পরিত্যাগ করে মানুষ কতকগুলো আচরণকে কেবলমাত্র পাপের কাফফারা বলে ধরে নিয়ে সেগুলোর প্রতিপালন কল্পে সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করতে থাকে।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে বৈরাগ্যনীতি আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের অনুগামীদেরও একদলকে ছাড়েনি। এ নীতি তাদেরকে এক অভিনব পথে টেনে নিয়ে গেছে। কেহ চিত্রবৃত্তির নিরোধ সাধন (চিল্লাকশী), কেহ তপস্যা (রিয়াযৎ), কেহ জপ্ (অযিফা), কেহ ভূত সাধন (আমালিয়ৎ) কেহ মুক্তিমার্গের পরিভ্রমণ (ছায়েরে মুকামাৎ) কেহ গুরুধ্যান (শগলে বরযখ), কেহ প্রাণায়াম (যিকরে রাবেতা, কেহ হোশ, দরদম, কেহ প্রেরণালাভের সাধনা (মুকাশফা) কেহ সত্যদর্শন (হকিকৎ), আবার কেহ সমাধিলাভ (মুরাকাবা), প্রভৃতির গোলকধাঁধায় পড়ে বাস্তব জীবনের কর্মসাধনা হতে নিস্কৃতি পেয়েছে। মহামাননীয় রসূলগণ যে এলাহী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে জগতে এসেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেয়ে অবশ্য অবশ্য প্রতিপালনীয় কর্তব্যগুলির সম্পাদন অপেক্ষা অত্যধিক নিষ্ঠা ও তৎপরতার সাথে মুস্তাহাব ও নফল আচরণগুলোর পিছনে তারা আত্মনিয়োগ করেছে।

বৈরাগ্যের অনুসারী আর একটি দল গোঁড়ামী, অন্ধভক্তি, শুষ্ক পরহেজগারী, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের মাপযোগ্য, আনুষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক ও জীবনের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে, অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি করার কার্যকে উন্নত জীবনের পবিত্রতম কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছি। সত্য কথা বলতে কি, পান হতে চুন খসলেই তাদের ধর্মের কাঁচপাত্র চুরমার হয়ে যায়, তাদের পরহেজগারীর সৌধ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রুক্ষতা ও অসহিষ্ণুতা হয় তাদের আচরণ, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রসারিত দৃষ্টির অভাব হয় তাদের চরিত্রের বিশিষ্ট ভূষণ।

মোটকথা বৈরাগ্যের আওতায় পড়ে মানুষের জীবন ও কর্মশক্তি এভাবেই সঙ্কুচিত হয়ে যায়। মানবজীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর প্রশ্নাবলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার, ধর্মের বিশ্বজনীন নীতি ও আদর্শকে বুঝবার, পরিবর্তিত যুগের সকল প্রয়োজনে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও ইমামতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার যোগ্যতা এ নীতি অবলম্বনে অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই বৈরাগ্যের আমি ঘোর বিরোধী।

www.waytojannah.com

অনেকে মনে করবেন, তাহলে আমার নীতি কি প্রবৃত্তির যাবতীয় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া? আমার নীতি কি তাহলে প্রবৃত্তির অর্চনা করা? না তাও নয়। এ নীতিরও আমি ঘোর বিরোধী। কারণ যারা প্রবৃত্তির অর্চনা করে; যারা প্রবৃত্তির তাড়না অনুসারে চলে, যারা প্রবৃত্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আত্মাকেই অস্বীকার করে। তাদের পশুত্ব দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা মিটাতে যেয়ে মানবত্ব সর্বদাই হাহাকার করে মরে। তাদের পেটের চাহিদা মিটাতে যেয়ে জগদবাসী ক্ষুধার জ্বালায় আর্তনাদ করে। তাদের লালসাকে চরিতার্থ করতে যেয়ে, নারীত্ব ব্যাভিচারের পণ্য দ্রব্যে পরিণত হয়। তাদের প্রমোদভবনকে সুসজ্জিত করতে যেয়ে পৃথিবী শ্মশানে পরিণত হয়। তাদের কারণে দয়া, মায়া, সৌজন্য, শ্লীলতা ও মহানুভবতা–সব কিছুই পৃথিবী হতে নির্ব্বাসিত হবার উপক্রম হয়। তাদের কারণে শোষণ, পীড়ন, নিষ্ঠুরতা কৃতঘ্নতা, হানাহানি, বিবাদ, বিসম্বাদ ও রক্ত লোলুপতা মনুষ্যত্বের ভূষণে পরিণত হয়।

আমি মুসলিম। আমি চাই প্রবৃত্তির চাহিদাগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে পশুত্বকে দেবত্বের অধীনে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের ধর্ম জীবন, কর্মজীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে।

দশ

আমি মুসলিম। আমার ধর্ম ইসলাম। ইসলাম কেবলমাত্র নামাজ ও রোজার মধ্যে, হজ্ব ও জাকাতের মধ্যে, মসজিদ ও মাদ্রাসার মধ্যে, জলসা জৌলুসের মধ্যে, টুপি দাড়ির মধ্যে, তস্‌বীহ তাহলিলের মধ্যে, লেবাস ও পোশাকের মধ্যে, বৈবাহিক অনুষ্ঠানের মধ্যে, মৃতের দাফন কাফনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোন কালের মধ্যে, কোন দেশের মধ্যে জিওগ্রাফিকাল ন্যাশনালিটি বা ভৌগোলিক জাতীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সর্ব্বকালের, সর্ব্বযুগের সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের উপযোগী হচ্ছে ইসলাম। কি ইবাদতে, কি রিয়াজতে, কি নামাজে, কি রোজায, কি হজ্বে, কি জাকাতে, কি লেবাসে, কি পোশকে, কি জ্ঞানে, কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে, কি কলায়, কি স্থাপত্যে, কি শিল্পে, কি বাণিজ্য, কি কাব্যে, কি সাহিত্যে , কি সভায, কি সমিতিতে, কি রাজনীতিতে, কি সমাজনীতিতে, কি পারিবারিক জীবনে, কি দাম্পত্য জীবনে কি আধ্যাত্মিক জীবনে, কি শিক্ষায়, কি সত্যতায়, কি যুদ্ধের বিভীষণ লীলা ক্ষেত্রে সকল স্তরেই ইসলাম তুল্যভাবে বিরাজিত।

www.waytojannah.com

তাই আমি কখনো পথ প্রদর্শক হয়ে পথ দেখাই; কখনো অনুসরণকারী হয়ে পশ্চাতে চলি। কখনো ইমাম হয়ে অগ্রে থাকি, কখনো মুকতাদীর বেশে বিছনে দাঁড়াই। কখনো বক্তা হয়ে বক্তৃতা দিই, কখনো শ্রোতা হয়ে শুনে যাই। কখনো শিক্ষক হয়ে সবক দিই, কখনো ছাত্র হয়ে সবক নিই। কখনো লেখকের বেশে লিখে যাই, কখনো পাঠকের বেশে পড়ে চলি। কখনো দাতা হয়ে দিয়ে যাই, কখনো গ্রহীতা হয়ে গ্রহণ করি। কখনো কৃষকের বেশে চাষ করি, কখনো সাধকের বেশে তপস্যা করি। একদিকে আমি অতিথি অন্যদিকে আমি অতিথি সেবক। একদিকে আমি সংসারী অন্যদিকে আমি ত্যাগী। একদিকে আমি শাসক, অন্যদিকে আমি শাসিত। একদিকে আমি রাজা, অন্যদিকে আমি প্রজা। একদিকে আমি দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার, অন্যদিকে আমি সাধক সম্রাট জুনায়েদ। একদিকে আমি ন্যায়পরায়ণ আবু বকর, অন্যদিকে আমি মহাযোদ্ধা খালেদ। একদিকে আমি বীরমুজাহিদ হামজা, অন্যদিকে আমি কুশাগ্র বুদ্ধি রাজনীতিবিদ ওমর। একদিকে আমি রসায়ন শাস্ত্রের শিরোমনি জাবের, অন্যদিকে আমি জ্যোতিবিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রের মৌলিক চিন্তানায়ক আলবিরুণী, অন্যদিকে আমি ভূগোল সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা আল্‌খারেজমী। একদিকে আমি ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন, অন্যদিকে আমি সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে ইসহাক, একদিকে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলফারাবী, অন্যদিকে আমি অর্থ বিজ্ঞানী ইবনে হযম, একদিকে আমি মহাকবি একবাল, অন্যদিকে আমি প্রতিভার প্রদীপ্ত ভাস্কর সাহিত্য সম্রাট আজাদ একদিকে আমি ব্যবহার শাস্ত্রবিদ আবু হানিফা, অন্যদিকে আমি হাদিস শাস্ত্রবিশারদ বুখারী।

এগার

জিওগ্র্যাফিকাল ন্যাশনালিটি বা ভৌগোলিক জাতীয়তার দিক দিয়ে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন, কি খ্রিস্টান, কি ইহুদী, কি পারসিক, কি কুলীন, কি অস্পৃশ্য, কি শ্বেতকায়, কি কৃষ্ণকায়, কি নিকারী, কি চামার, কি আরবী, কি আজমী, কি ইরানী, কি তুরানী, সকলেই আমরা এক। সকলেই আমরা দিয়ে অন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম হতে আমি সম্পূর্ণ পৃথক।

আমি মুসলিম, আমার ধর্ম ও কর্ম, আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা আমার ভাষা ও সাহিত্য, আমার কলা ও স্থাপত্য, আমার মূল্য ও পরিমাণ বোধ, আমার আইনবিধি ও নীতি শাস্ত্র, আমার নামকরণ ও সংজ্ঞা, আমার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আমার প্রবৃত্তি ও উচ্চাভিলাষ, আমার খাদ্য ও পোশাক, আমার দৈহিক ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা, আমার জীবন যাত্রার প্রণালী ও চালচলন, আমার ধনোপার্জ্জন ও অর্থব্যয়, আমার ব্যক্তিগত ব্যবহার ও মজলিসি পদ্ধতি, আমার

www.waytojannah.com

পারিবারিক জীবন ও দাম্পত্য জীবন, আমার সামাজিক জীবন ও মানুষের সহিত বিভিন্নরূপী ব্যবহার, আমার ব্যবসা বাণিজ্য ও ধন বণ্টন, আমার জীবনের বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা ও বিধি নিষেধের একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

আমি আল্লাহ্‌র গোলাম। আল্লাহ্ ছাড়া কারো দরবারে আমার মাথা নত হয় না। কোন মানুষের কাছে–তা সে যত বড় পণ্ডিত, যতবড় বিদ্বান, যতবড় দার্শনিক, যতবড় বৈজ্ঞানিক, যতবড় সম্রাট, যতবড় বিশ্বপ্রেমিক, যতবড় আলেম, যতবড় মুফতী যতবড় পীর, যতবড় ধীর, যতবড় কবি ও যতবড় সাহিত্যিক হোক না কেন, কখনই আমার মাথা তার কাছে নত হয় না। আমার মাথা কোন প্রতিমার কাছে, কোন বিগ্রহের কাছে, কোন কবরের কাছে, কোন পাহাড় পর্বতের কাছে, কোন রাজচক্রবর্তীর কাছে নত হয় না। যারা জ্ঞানী, যারা বুদ্ধিমান যাঁরা বৈজ্ঞানিক, যাঁরা সমাজদরদী, যাঁরা কবি, যাঁরা সাহিত্যিক, যাঁরা পীর, যাঁরা আলেম, তাঁদের প্রত্যেককেই আমি সম্মান করি, তাঁদের সকলেরই প্রতিভাকে আমি মান্য করি। কিন্তু তাঁদের কাহাকেও আমি অভ্রান্ত বোলে জানি না। মহান আল্লাহ্‌র তরফ হতে, উর্দ্ধজগৎ হতে অনুপ্রাণিত হয়ে যে মহানবী বিশ্বের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর বুকে আগমন করে ছিলেন সেই নবী মুহাম্মদের (দঃ) থিওরী ও মতবাদের কাছে, তাঁর প্রতিভা ও মনীষার কাছে, তাঁর জ্ঞান ও গরীমার কাছে, এদের প্রতিভা, এদের জ্ঞান ও গরীমা, এদের শিক্ষা ও সভ্যতাকে আমি মহাসমুদ্রের মাঝে বুদ্বুদের ন্যায় মনে করি।

আমি মুসলিম। একটা গদীর লোভে, একটা চাকরীর লোভে, দু'টুকরো রুটির লোভে, কয়েকটি রোপ্যমুদ্রার বিনিময়ে, কোন রূপসী নারীর মোহমায়ায়, কোন ধন-সম্পদের লালসায়, একটা পার্লামেন্ট বা এসেম্বলীর সদস্য হবার বাসনায়, নিজের ঈমানকে, নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে; নিজের সত্বাকে, নিজের মহিমাময় আদর্শকে আমি বরবাদ করতে জানি না। আমার রসূলকে মক্কার মুশরিকরা রাজ্য ও বৈবভ দিতে চেয়েছিল, রাজা ও বাদশাহ করতে চেয়েছিল, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণীয় বস্তু দিবার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু তিনি সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, একত্ববাদের প্রতিষ্ঠার জন্য, সকল প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও
আর হাতে আফ্‌তাব্
করিব না কভু জানিও তোমরা
সত্যের অপলাপ্।

www.waytojannah.com

সত্যি! কি তাঁর হিম্মত; কি তাঁর বুকের বল; কি তাঁর ইমানী জোশ; কি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়; আত্মীয় স্বজন তাঁর বিরুদ্ধে দেশ তাঁর বিরুদ্ধে, পাড়া প্রতিবেশী তাঁর বিরুদ্ধে, জাতি তাঁর বিরুদ্ধে, রাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে, সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে। হাতিয়ার নেই; তলোয়ার নেই; ধনবল নেই; জনবল নেই; বডিগার্ড নেই। কি আশ্চর্য! আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা রেখে একা দাঁড়িয়েছিলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বশক্তির মূলাধার মহান আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছিলেন। কিসরা ও রোমান কায়সারের স্বৈরশাসন হতে পৃথিবীর অধিবাসীকে তিনি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে বার লক্ষ বর্গমাইল পরিমাণ স্থান হতে জড়পুড়া, প্রতিমা, পূজা, ব্যাভিচার, মদ্যপান, লুঠতরাজ, শোষণ পীড়ন ও অরাজকতা চির বিদায় নিয়েছিল। তিনি পৃথিবরি মাঝে এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনে দিতে সক্ষম হয়েছিরেন। তাই আমি সেই মহানবীরই পদাঙ্ক অনুসরণকারী।

কোন দেশের উপর, কোন জাতির উপর, কোন সমিতির উপর, কোন পার্টির উপর, কোন রাজা মহারাজার উপর, কোন পীর দরবেশের উপর আমার নির্ভরতা নেই। যিনি রাজার রাজা, যিনি বাদশার বাদশা, সেই মহান আল্লাহ্‌তালাই হচ্ছেন আমার রক্ষাকারী।

আমি–"সম্পদে আনন্দে যিনি নিরাশে সাহস
বিপদ ভজন যিনি বিশ্ব যাঁর বশ
যিনি সবাকার বন্ধু নাহি যাঁর পর
তাঁহারি উপরে রাখি অনন্ত নির্ভর।"

'ইয়া সালাতী ওয়ানুসুফী ওয়মাহ্ ইয়াইয়া ওয়ামামাতী লিল্লাহে রব্বিল আলামীন।'

আমার ইজ্জত ও সম্ভ্রম, আমার ধর্ম ও কর্ম, আমার কাব্য ও সাহিত্য, আমার লেখনী ও বক্তৃতা, আমার নামাজ ও রোজা, আমার ইবাদত ও বন্দেগী, আমার উপসনা ও আরাধনা, আমার রাজ্য ও বৈভব, আমার মাল ও সম্পদ, আমার অট্টালিকা ও প্রাসাদ, আমার সুখ ও দুঃখ, আমার চলচ্ছক্তি ও দর্শনশক্তি, আমার বাকশক্তি ও শ্রবণ শক্তি, আমার আহার ও বিহার, আমার ত্যাগ ও তিতিক্ষা, আমার জীবন ও মরণ সব কিছুকেই সঁপে দিয়েছি সেই মহান আল্লাহ্‌র কাছে–যিনি বিশ্ব-চরাচরের একমাত্র প্রভু।

www.waytojannah.com

বার

আমি মুসলিম। যে সত্য নূহের দিগন্ত বিস্তৃত মহাপ্লাবনে ভেসেছিল, সে সত্য দুর্দণ্ড প্রতাপ সম্রাট নমরুদের অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, যে সত্য রাকিম নগরীর সন্নিহিত গিরিগুহায় বহু বৎসর যাবৎ লুকিয়েছিল, যে সত্য লোহিত সাগরের মহাপ্লাবনকে ভেদ করেছিল, যে সত্য সাদ্দামের নরককুণ্ডে পতিত হয়েছিল, যে সত্য নীলনদের দুর্বার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যে সত্য হীরার গহ্বরে বহুদিন ধরে কেঁদেছিল, যে সত্য সওর পর্বতের গুহায় অশ্রু বিসর্জন করেছিল, যে সত্যকে পাবার জন্য বিশ্বপ্রকৃতি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, যে সত্য উষর আরব মরুতে উপ্ত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল আমি সেই সত্যেরই ধারক, আমি সেই সত্যেরই বাহক, আমি সেই সত্যেরই প্রচারক, আমি সেই সত্যেরই প্রতিষ্ঠাকারী।

আমার সাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কন্টাকাকীর্ণ পথে আমার অভিযান। আমাকে সত্যভ্রষ্ট করার জন্য, আমার হিম্মতকে দমিয়ে দিবার জন্য, আমার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে, আমার জাতীয় গৌরবকে নিশ্চিত করে দিবার জন্য যুগে যুগে দেশে, দেশে কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা, কত বিপদ ও কত অত্যাচার যে এসেছে তার ইয়াত্তা নেই। ফেরাউন এসেছিল, নমরূদ এসেছিল, কারুণ এসেছিল, হামান ও দাকানুস এসেছিল, আদ্ এসেছিল, সামুদ এসেছিল, লুতের কওম এসেছিল, আবু জেহেল এসেছিল, আবু লাহাব এসেছিল আমাকে ধ্বংস করতে কিন্তু পারেনি। গজবে এলাহির কঠোর ধাক্কায় তাদেরই অস্তিত্ব চুরমার হয়ে গেছে, গজবে এলাহির মহাপ্লাবনে তারাই ডুবে মরেছে। আব্‌রাহা এসেছিল আমার গৌরবময় কাবার বিধ্বস্তি ঘটাতে কিন্তু সেই খোদার গজবে ধ্বংস হয়েছে– আমার কাবা অক্ষতই আছে। মক্কায় কোরায়েশ গোত্র আমার ন্যায্য অধিকার হতে আমাকে বঞ্চিত করেছিল। আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমায় দেশছাড়া করেছিল। শত শত মহিলার বেইজ্জতি, শত শত মা ভগিনীর আর্তরব, পুত্রহারা জননীর বুকফাটা ক্রন্দন, কচি কচি বাচ্চার করুণ আর্তনাদ আমাকে অকাতরে সহ্য করতে হয়েছিল। ঐ হালাকু, ঐ তাতারী নর রাক্ষসদের দল আমার উপর কত অত্যাচারই না করেছে। বাগদাদের লাইব্রেরীগুলোকে, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত দুর্লভ গ্রন্থরাজিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দজলার পানিতে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। বহু মাদ্‌রাসা ও বহু মসজিদকে বর্বরদের দুর্নাদ হস্ত চুরমার করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর নারীর কলিজার খুনে সারা বাগদাদ নগরীকে ভাসিয়ে দিয়েছে। হযরত আব্বাসের বংশধরদেরকে কবরস্থানে নিয়ে যেয়ে গরু ছাগলের মত জবাই করেছে। এক কথায় মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বাগদাদ

www.waytojannah.com

নগরীর সর্বনাশ সাধন করেছে। শুধু তাই নয়, ঐ তাতারী নর-রাক্ষসের দল খোরাসান ও মরনগরের রাজধানীকে শ্মশানে পরিণত করেছে। ক্রুসেডের নামে সারা ইউরোপ আমার উপর আঘাত হেনেছে। ইংরেজের হাতে দিল্লীর পথ ঘাট আমার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। ওহোদের রণপ্রাঙ্গণে, খয়বরের রণ-ভূমিতে, বাদুরের সমরাঙ্গণে, বালাকোটের বিভীষণ লীলাক্ষেত্রে ফোরাতের নদীকূলে, পলাশীর আম্রকাননে আমাকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সমস্ত স্থানে বুকের তাজা লহুর বিনিময়ে আমাকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। যুগে যুগে এত রক্ত দিয়ে, যুগে যুগে এত ধাক্কা খেয়েও মরিনি– আজও বেঁচে আছি দুর্গম গিরি কান্তার মরু সব কিছুকে অতিক্রম করে সারা বিশ্বে আমি ঘর বেঁধেছি। কি আরবে, কি আজমে, কি ইরানে, কি তুরাণে, কি মিশরে, কি ইরাকে, কি চীনে, কি জাপানে, কি ইন্দোনেশিয়ায়, কি অস্ট্রেলিয়ায়, কি আমেরিকায়, কি রাশিয়ায়, কি লন্ডনে, কি হিন্দে সকল স্থানেই আমি ছড়িয়ে আছি। মূল ভূখন্ড হতে দূরে-বহুদূরে প্রশান্ত মহাসাগরের অথৈনীল পানির মাঝে জেগে রয়েছে যে শত শত দ্বীপ, সভ্যতা গর্ভী মানুষ যার নাম দিয়েছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। বিশাল বারিধির উত্তাল তরঙ্গমালাকে ভেদ করে প্রচন্ড টাইফুনকে উপেক্ষা করে সেখানে যেয়েও আমি ঘর বেঁধেছি। আমার মাঝে ত্যাগ ছিল, আমার মাঝে ধৈর্য ছিল, আমার মাঝে সৃজনী প্রতিভা ছিল, আমার মাঝে শাহাদতের অমৃত পান করার উদগ্র বাসনা চিল, আমার মাঝে শত্রুব্যুহকে জাগ্রত প্রজ্ঞার আঘাতে চুমার করে দিবার শক্তি ছিল– তাই সারা দুনিয়ার মাঝে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমি সমর্থ হয়েছি।

তের

আমি মুসলিম। যেদিন সমগ্রজগত অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, যেদিন সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চা অধোগতির সর্ব নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁচেছিল, সেদিন জ্ঞানার্জন রাজবংশ আর উচ্চ দর্জার পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেদিন খ্রিস্টজগতে অজ্ঞানতা ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের প্রসূতিরূপে পরিকীর্তিতে ছিল; যেদিন সমগ্র পশ্চাত্যজগত আঁধারের গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, যেদিন কেবল সন্ন্যাসীদের আখড়াগুলোতে জ্ঞানের বাতি মিটিমিটি করে জ্বলতো, যেদিন কোন সমৃদ্ধশালী মঠে ১৪০ খানার মত বই পাওয়া গেলে সেটাকে গৌরবের এক মূল্যবান উৎস মনে করা হতো– সেদিন আমিই আরবের বুক থেকে বিশ্বের দিকে জ্ঞানের বাতি নিয়ে এগিয়ে চলে ছিলাম। সেদিন আমিই অজ্ঞানতার তিমির আঁধার থেকে জ্ঞানের আলোক-বাসরে আদম সন্তানকে টেনে আনার কাজ শুরু করেছিলাম।

www.waytojannah.com

আমার ধর্মের ভিত্তি হলো আল কুরআন' অর্থাৎ 'পড় কুরআনের প্রথম কথাই হচ্ছে একরা বিসমে রাব্বিকাল লাযী খালাক। তোমার প্রভুর নাম নিয়ে তুমি পড়। প্রিয় রসূলও বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর বিদ্যার্জন করা ফরজ। কাজেই শিক্ষা ও বিদ্যাবত্তাই হচ্ছে আমার ধর্মের মৌলিক উপাদান। এই জ্ঞান চর্চা ও বিদ্যার অনুশীলনের ফলেই অগনিত বই পুস্তক রচনা করতে আমি সমর্থ হয়েছি। শুধু কুরআনের তফসীর, অলঙ্কার ও শাস্ত্র ও রিজাল শাস্ত্রই নয়, যেদিন আমি মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের এক সুবিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লাম, তখন আমি উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, শিল্পকলা, প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান গর্ভ গবেষণামূলক বই পুস্তক লিখতে শুরু করে দিলাম। এই সব বই পুস্তক সংরক্ষণের জন্য লাইব্রেরী স্থাপনেরও কাজ শুরু করে দিলাম। প্রথম প্রথম মসজিদগুলোতে লাইব্রেরী স্থাপন করলাম। প্রায় ৫০ বৎসর যাবত মসজিদগুলোতেই আমি নামাজ ছাড়াও ধর্মীয় ও রাজনীতির আলোচনা করেছি। হযরত ওমর কুফা, বসরা, দামেস্ক ও অন্যান্য স্থানের মসজিদে ওয়াজ নসিহত ও বত্তৃতা করার জন্য যোগ্য লোক নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে বত্তৃতা প্রদান করতেন। সে সময় কেবল কায়রোর মসজিদে প্রতিদিন পাঁচ হাজার করে লোকের সমাগম হতো। মদিনার মসজিদে হযরত আলী, হযরত আব্বাস, ইমাম জাফর, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের মত বিপুল পণ্ডিত্যের অধিকারী মহান বিদ্যাবিশারদগণ ইসলাম ও ধর্মীয় শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা প্রদান করতেন। এ সব কাজের জন্য মসজিদ যে প্রশস্ত জায়গা নয় এ কথা বুঝতে পেরে অল্পদিনের মধ্যেই বিচারালয়ের জন্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ও রাজনৈতিক বৈঠকের জন্য পৃথক পৃথক গৃহ নির্মাণ করলাম এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে লাইব্রেরীরও প্রতিষ্ঠা করলাম। খালিদ বিন ইয়াজীদ মুসলিম লাইব্রেরীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে তিন লক্ষ গ্রন্থের সমাবেশ ঘটেছিল আর তা সাধারণ পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ওমর বিন আবদুল আজিজ ও এক বিরাট লাইব্রেরী কায়েম করেছিলেন এবং জন সাধারণকে তাঁর লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন। অনেক বিদ্যানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ও ছিল। সুবিখ্যাত মুহাদ্দেস শিহাব আল জুহুরীর ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে এক সবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল। আবু কালাবার লাইব্রেরী ছিল। আবু উমারাও এক বিরাট লাইব্রেরী তৈরি করেছিলেন। কেবের বিন মুসলিমের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর কথা সকলেই জানেন।

আমি মুসলিম। আব্বাসী শাসনের প্রথম থেকে আমি সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করলাম। এ যুগে আমার নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় দর্শন ও জ্ঞান চর্চার সুর আটলান্টিক মহাসাগর হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ধ্বনিত

www.waytojannah.com

প্রতিধ্বনিত ও অনুরনিত হয়ে উঠেছিল। সে সময় প্রতিটি অঞ্চলে স্কুল, মাদ্‌রাসা ও বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলাম। সে সময় প্রতিটি শহরে সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সে সময় আমার সাধনা ও গবেষণা জগতবাসীকে নতুনভাবে জ্ঞান চর্চার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল, শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ফলসম্ভরে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। বলাবাহুল্য, সভ্যতা এসব ক্ষেত্রে যে আমার কাছে অশেষ ঋণী তা কোনদিন কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

বাদশাহ হারুনুর রশীদ 'দারুল হিকমায়' চার লক্ষ গ্রন্থের এক বিরাট লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। ঐতিহাসিক ইয়াকুত বলেছেন, তিনি মার্ভের জামিরিয়া লাইব্রেরী থেকে দু'শত বই ধার নিয়েছিলেন। খলিফা মামুন 'জ্ঞানঘর, নামে একটি বড় আকারের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমার জ্ঞান গবেষণা ও বিদ্যাচর্চার কথা যদি জানতে চান তাহলে, ইসহাক, বিন নাদীমের কিতাবুল ফিজরিস্ত গ্রন্থ খানা পড়ুন। ঐ গ্রন্থ খানা ৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। চার শতাব্দী ব্যাপী মুসলমানরা যত বই পুস্তক রচনা করেছেন সে সমস্ত বই পুস্তকের ইতি বৃত্তমূলক তালিকা ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি তাঁর জ্ঞানবিজ্ঞানের সমুদয় ক্ষেত্রকে (১) আল-কুরআন (২) ব্যাকরণ (৩) ইতিহাস (৪) কবিতা (৫) কালাম শাস্ত্র (৬) ফিকহ (৭) দর্শন (৮) হালকা সাহিত্য (৯) ধর্ম ও (১০) বিজ্ঞান এই দশ ভাগে ভাগ করেছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক 'ক্যাটালগ' তৈরি করেছিলেন। রায় শহরে যে লাইব্রেরী তৈরি হয়েছিল তা চারশত উটের বোঝাই ছিল। সেগুলোকে তালিকাভুক্ত করতে ১২ খণ্ডে বিভক্ত ক্যাটালগ তৈরি করতে হয়েছিল। শিরাজ শহরের 'খাযিনাতুল-কুতুব' নামক গ্রন্থাগারের কথা কে না জানে। উক্ত লাইব্রেরীতে ৩৬০টি প্রকোষ্ঠ ছিল। প্রত্যেক বিষয়ের বই এর জন্য পৃথক কামরা নির্ধারিত ছিল। ঐতিহাসিক হিট্রি বলেন, কর্ডোভার লাইব্রেরীতে চার লক্ষ পুস্তকের জন্য ৪৪ খণ্ড 'ক্যাটালগ' তৈরি করতে হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, লাইব্রেরীর আন্দোলনে আধুনিক জগত আজ যে প্রগতির দাবী পেশ করে থাকে আমার কাছে তা অভিনব কিছু না।

চৌদ্দ

আমি মুসলিম। রসুলুল্লাহ (দঃ) পর মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে আমি ইসলামের আদর্শ, ত্যাগ ও গরিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। সে যুগে আমার মোকাবেলা করতে পারে এমন শক্তি কারো ছিল না। মদিনা, বুফা, বসরা, দামেস্ক, বাগদাদ, কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডা, সমরকন্দ ও ইস্পাহান প্রভৃতি শহরগুলোকে আমি ব্যবসা, বাণিজ্য, পার্থিব সম্পদ আর শিক্ষা, সভ্যতা, তাহ্‌যিব ও তামাদ্দুনের কেন্দ্রস্থলে

www.waytojannah.com

পরিণত করেছিলাম। বিভিন্ন দেশ হতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী লক্ষ লক্ষ জ্ঞান পিপাসু, লক্ষ লক্ষ জ্ঞানের সন্ধানী পঙ্গপালের মত ছুটে আসতেন শিক্ষা লাভের আশায় আমার এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। আমার শিক্ষা ও সভ্যতার কাছে সারা দুনিয়া যে ঋণী, একথা জোর গলায় বলার মত সৎসাহস আমার আছে।

দর্শন শাস্ত্রের গোড়া পত্তনকারী আলকিন্দির অভ্যুদয় আমারই মাঝে ঘটেছিল। কেবল দর্শন নয়, দর্শন, চিকিৎসা, অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আল-কিন্দি প্রায় দুইশত পয়ঁষট্টি খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে বার শতকের ঠমাস আকুইনাস পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের উপর একাধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুছা জাকারিয়ার কথা কে না জানে? যিনি নানা প্রকার এলকোহলিক স্পিরিট আবিষ্কার করেছিলেন, যিনি হিরাকষকে শোধন করে গন্ধকদ্রাবক তুঁতিয়া প্রস্তুত করেছিলেন। যিনি কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরি করে সকলকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন; যিনি আলকেমী বিষয়ে কিতাবুল আসরার নামে এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, যে গ্রন্থ জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে রসায়ন শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সারা ইউরোপের পাঠ্যপুস্তক ছিল। যিনি কম সে কমে দুশোখানা গ্রন্থ রচনা করে পৃথিবীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। হাম ও বসন্তরোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত ও বিজ্ঞান সম্মত আলোচনাপূর্ণ আলজুদারী ওয়াল হাসু বাহ্ নামক গ্রন্থের যিনি লেখক। যাঁর গ্রন্থের ল্যাটিন ও ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই তরজমা করা হয়েছিল। কেবল ইংরাজি ভাষাতেই ১৪৯৮ থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যাঁর কিতাবের প্রায় চল্লিশ বার তরজমা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। খ্রিস্টজগত যাঁর কাছ থেকে হাম ও বসন্ত সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান লাভ করেছে। যিনি কিতাবুল-মুনছুরী নামে একখানি দশখণ্ডে সমাপ্ত বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। পনের শতকের অষ্টমপাদে মিলান শহরে যার ল্যাটিন ভাষায় তরজমা প্রকাশিত হয়েছিল ও পরে ফারসী ও জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বপ্রকার রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাসহ চিকিৎসার প্রণালী ও ঔষধের ব্যবস্থা সম্বলিত আল্ হাবী নামক বিরাট আভিধানিক গ্রন্থের যিনি লেখক চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে যাঁর এই গ্রন্থখানি ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল; সিসিলির রাজা প্রথম চার্লস্ যাঁর এই সুবৃহৎ গ্রন্থের তরজমা করেছিলেন, ষোল শতক পর্যন্ত যাঁর এই গ্রন্থটি ইউরোপের, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পাঠ্য পুস্তক ছিল– সেই মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়ার আবির্ভাব আমার মাঝে ঘটেছিল।

www.waytojannah.com

যিনি সমাজজগৎকে অস্ত্রচিকিৎসায় তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন; যিনি কর্ডোভার বিখ্যাত হাসপাতালের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র চিকিৎসা বিশারদ ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন, যাঁর চিকিৎসা বিষয়ক বিরাট গ্রন্থ আল্ তসরীফ' বিশ্বের অমূল্য সম্পদ; যাঁর কাছে বিশ্বের দুরারোগ্য রোগীরা আরোগ্য লাভের আশায় ছুটে যেতো; খ্রিস্টান, ইহুদী, মিসরী, আরবী, আজমীও মক্কোবাসী শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের আশায় যাঁর বাড়িতে ভীড় জমাতো; যিনি নাকের ছিদ্রে ঔষধ দেওয়ার যন্ত্র, দাঁত তোলার যন্ত্র, দাঁতেই গোড়া পরিষ্কার করা বা ক্রেপিং করার যন্ত্র, দাঁতের গোড়ার গোশত কাটার যন্ত্র, চোখের ছানি অস্ত্র করার যন্ত্র, অন্ধ চক্ষু চিকিৎসা করার যন্ত্র, চোখের পুলকের গোশত কাটার যন্ত্র, শরীরের যে কোন অংশের বর্ধিত গোশত চেঁছে ফেলার যন্ত্র, তীর বের করার যন্ত্র, মূত্রনালীর পাথুরী বের করার যন্ত্র, ভাঙ্গা হাড় বের করার দু'রকম যন্ত্র, জরায়ুর মুখ প্রশস্ত করার যন্ত্র, মৃত ভ্রূণকে বের করার দুই রকম যন্ত্র, মৃত ভ্রূণের অঙ্গচ্ছেদ করার যন্ত্র ও সাধারণ অস্ত্র চিকিৎসার কয়েক রকম যন্ত্র প্রস্তুত করেছেন– সেই আবুল কাছেম আল জাহরবীর জন্ম আমারই মাঝে হয়েছিল।

যিনি রসায়ন শাস্ত্রের জন্মদাতা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাসায়নিকদের পুরোধা হিসেবে যাঁকে মর্যাদা দেওয়া হয়; ধাতু সম্পর্কে যাঁর মৌলিক মতামত আঠারো শতক পর্যন্ত ইউরোপের রসায়ন শিক্ষায় বিনা দ্বিধায় গৃহীত হতো; পাতন, উর্ধ্বপাতন পরিস্রাবণ, দ্রবণ, কেলাসন, ভস্মীকরণ, বাষ্পীকরণ ও গলানো প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর সূত্রপাত যাঁর হাতে সম্ভব হয়েছিল; যিনি ইস্পাত তৈরির প্রণালী, ধাতুর শোধন প্রণালী, তরল ও বাষ্পীকরণ প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন; চুলের নানা রকম কলপ; লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ, চর্ম, বস্ত্র; ওয়াটার প্রুফ ও কাপড়ের বার্নিশ, সিরকা প্রধান অম্ল, নাইট্রিক এসিড, আর্সেনিক; এন্টিমনি, সিলভার নাইট্রেড, কিউরিক ক্লোরাইড, পটাশ, সোডা, বিভিন্ন রকমের গন্ধক, লিভার অফ্ সালফার মিল্ক অফ্ সালফার ভিট্রিয়ল, সাল আমোনিক, সল্ট পিটার ও লেড এসিটেড প্রভৃতি প্রস্তুত করে যিনি বিশ্বমানবের যথার্থ কল্যাণ সাধন করেছেন– সেই জাবের ইবনে হাইয়ানের অভ্যুদয় আমারই মাঝে ঘটেছিল। শুধু তাই নয়; আল ফারাবীর মত, ইবনে ছিনার মত, আল বিরুনীর মত, আল গাজ্জালীর মত, ইবনে যাজার মত, ইবনে রুশদের মত, দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ, সাধনাকারীদেরও আবির্ভাব আমারই মাঝে ঘটেছিল।

যে বিরাট ব্যক্তি সৌরমণ্ডল ও জ্যোতির্মণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা করে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন, অঙ্ক শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায় যে বিরাট ব্যক্তির সারাজীবন কেটেছিল; যে বিরাট ব্যক্তি দুনিয়ার প্রথম মানচিত্র

www.waytojannah.com

এঁকেছিলেন; যে বিরাট ব্যক্তি ডিগ্রির মাপে পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নিরূপণ করেন এবং এইটাই ইউরোপের গবেষণাকারীদের গবেষণার কাজে ভিত্তি স্বরূপ গৃহীত হয়। শুধু তাই নয়; যে বিরাট ব্যক্তি বীজগণিতের জন্মদাতা; যাঁর আল জবর' নামক বীজ গণিতের মৌলিক গ্রন্থখানি হতে ইউরোপীয় আলজেবরা শব্দটি চয়ন করা হয়েছে; যার আলজবর নামক গ্রন্থখানির বার শতকে জিরার্ড ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন; যাঁর এই পুস্তকের তরজামাখানই ষোল শতক পর্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজগণিতের প্রধান ও প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে ব্যবহৃত হতো; যিনি বিরাট একখানা পাটীগণিত প্রণয়ন করে সর্বপ্রথম সংখ্যাবাচক চিহ্নিগুলো ব্যবহার করা দেখিয়েছিলেন– সেই বিরাট পুরুষ মুসা আলখারেজমীর জন্ম আমারই মাঝে হয়েছিল। তা ছাড়া জ্যোতিবিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রে মানুষের জ্ঞানভান্ডার যাঁদের অক্লান্ত সাধনায় বহুগুণে সমৃদ্ধি হয়েছে– সেই আল ফারগানী, আল-বিরুনী, ওমর খৈয়াম ও নাসিরুদ্দিন তুসীর মত মনীষীদেরও জন্ম আমারই মাঝে হয়েছিল।

সমাজ বিজ্ঞানের জন্মদাতা ও ইতিহাস শাস্ত্রের আবিষ্কারক ইবনে খাবদুনের কথা কে না জানে? যিনি সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনায় বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, যিনি ছোট বড় বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, কিতাবুল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা নামক ইতিহাস যাঁর বিরাট কীর্তি, মানবীয় জীবন যাত্রার রীতিনীতি উদ্ভাবনে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপায়ণে বর্ণের প্রভাব, আবহাওয়ার প্রভাব ও প্রাকৃতিক উৎপন্ন দ্রব্যের প্রভাব, কিভাবে পরিলক্ষিত হয়, তার বিজ্ঞানসম্মত বিস্তৃত আলোচনা যিনি করেছেন। যিনি বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী বাকলের পথপ্রদর্শক; সমাজ তন্ত্রের মূলসূত্র আবিষ্কার করে, ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে বিচার করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, যিনি ইতিহাস দর্শনের সৃষ্টি করেছিলেন; ভূগোল, অর্থনীতি ও শিক্ষা বিজ্ঞানেও যাঁর আশ্চর্য দখল ছিল; সেই ইবনে খালদুনের অভ্যুদয়ও আমারই মাঝে ঘটেছিল। কেবল তাই নয়, যাঁদের অবদান মানব ইতিহাস সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছে, সেই বলাজুরির মত, হামাদানীর মত, আলতাবারীর মত, আলমাসুদরী মত, আলবিরুণীর মত, ইবনে হযমতের মত, ইবনুল আছিরের মত, ইবনে খাল্লাকানের মত, ও শাহ ওলীউল্লার, দেহলবীর মত, বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিকগণের অভ্যুদয় আমারই মাঝে ঘটেছিল।

আল মাওয়াদী, ইবনে হযম নিয়ামূলমূলক ইবনে জামাহ্ ইবনে তায়মিয়াহ্ ইবনে খালদুন প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেক বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন– তাঁরাও আমাদেরই মাঝে জন্মেছিল।

www.waytojannah.com

আমি মুসলিম। আর্গার তাজমহল জেরুজালেমের ওমরের মসজিদ, কনস্টান্টিনোপাল বা ইস্তাম্বুলের সেন্টসফিয়া মসজিদ, কর্ডোভার মসজিদ, স্পেনের আলহামরা বাগদাদের ইন্দ্রপুরী, দিল্লীর দেওয়ানী আম, দিওয়ানী খাস, মতি মসজিদ ও জুমা মসজিদ তৈরি করে স্থাপত্য শিল্পে জগতের সর্বোচ্চ আসন অধিকার করেছি। এই ভারতের প্রায় এক হাজার বৎসরের ইতিহাস আমিই রচনা করেছি। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ আমিই সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করা শিখিয়েছি। স্বর্গ না হোক ভূস্বর্গ যাবার রাস্তা নির্মাণ করে ভারতের দুই প্রান্তকে এক করে তবে ক্ষান্ত হয়েছি। ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করে ডাক বিভাগের গোড়াপত্তন আমিই করেছি।

পনের

আমি মুসলিম। আল্লাহ্ আমার প্রভু, ইসলাম আমার দ্বীন, রসূল মোহাম্মদ (দঃ) আমার পথপ্রদর্শক। আমি আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান মানি না। কোন শয়তানী কুচক্রের আমি পরোয়া করি না। কোন শয়তান যখন আমার প্রতি ভ্রূকুটি আনে, কোন শয়তন যখন আমাকে দমাতে চায়, কোন শয়তান যখন আমাকে বিভ্রান্ত করতে চায়, তখন নারায়েত্কবীর এই মহামন্ত্র আমাকে প্রেরণা যোগায়।

আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বড় নেই, আমি সেই মহান আল্লাহ্র প্রতিনিধি-এই প্রেরণা পেয়েই আমার শির উচ্চ হয়' আমার বক্ষ স্ফীত হয়, আল্লায়ী শমসীর আমার কবজায় তখন দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমি তখন ঝড়ের মত বেগবান, তড়িতের মত তেজিয়ান, অগ্নির মত লেলিহান হয়ে উঠি। আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহে কোন অত্যাচার আমার দুর্বার গতি থামাতে পারেনি। হিন্দা আমার কলিজা চিবিয়েছে কিন্তু কলিজার জোশ কোন দিন আমার থেমে যায়নি। জঙ্গে বদরে আমি নির্ভয়ে শত হয়ে সহস্র কোরেশকে পরাজিত করেছি। ইয়ার মুখের যুদ্ধে সহস্র হয়ে লক্ষ রোমান সৈন্যের সঙ্গে জেহাদ করেছি। ক্রুসেডের সেই মহা অভিযানে সারা ইউরোপ যখন সেজে এসেছিল বিপুল শক্তি নিয়ে, আমি সহজেই সে অভিযানকে পরাভূত করেছি। আমার প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ক্রুসেডের নায়ক 'রিচার্ড' কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। যে কোন বিরাট শক্তির সম্মুখীন হতে কোনদিন আমি পশ্চাদ পদ হয়নি। আমার গতি সামনের দিকে-পিছনের দিকে নয়, সারা দুনিয়া তার পরিচয় পেয়ে গেছে। আমি আমার দুর্বার গতিবেগ নিয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সিংহদ্বার ভেঙ্গে দিয়েছি। আরব, মিশর, ইরান, তুর্কী, কাবুল ভারত ও চীনের সকল শক্তি আমার পায়ে লুটে পড়েছিল। হেরাক্লিয়াস, লাইশ কোরাশ, রডারিক প্রভৃতি দুনিয়ার সেরা

www.waytojannah.com

দাম্ভিক শক্তিগুলোর আত্মম্ভরিতাকে আমি দুনিয়ার বুকে ম্লান করে দিয়েছিলাম। গ্রীস, রোম, স্পেনের বুকে তওহিদী আযান, হেঁকেছি। চীনের প্রাচীর ভেদ করেছি, ভারতের হিমালয় উল্লঙ্ঘন করেছি। পাহাড় প্রাচীর ঘেরা অন্ধকারকে আমি তওহীদের আলোকে দীপ্তিময় করে তুলেছি। আলহামরায় চূড়ায় আমি মুক্ত জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছি। জাহেলিয়তের ও অপ্রেমের দুনিয়ায় আমি উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে উদিত হয়ে প্রেমের তাজমহল গড়ে তুলেছি, খুশীর ইদ বহন করে এনেছি, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের মসজিদ গড়ে তুলেছি, মানবতার গৌরব মণ্ডিত গম্বুজ ও মিনার আমি গড়ে তুলেছি। সকল বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে মজলুমের সাহায্যে আমি এগিয়ে গেছি।

এই ভারতের এক হাজার বছরের ইতিহাস আমারই তৈরি। আমার সভ্যতা, আমার সংস্কৃতি, আমার কৃষ্টি ও আমার আদর্শ এ দেশের প্রতিটি ধুলিকণার সাথে মিশে আছে। আমার সভ্যতা এদেশের চির জুলমতের মাঝে নবারুণ রূপে উদিত হয়েছিল। আমার জীবনের সুর এদেশের প্রাণ-বীনার তারে তারে ভরপুর হয়ে আছে। এদেশের নদ-নদীর কুলুকুলু তান আমার মহিমা গরিমার কথা গেয়ে যায়। আমার মহিম শিকর নিয়ে এদেশের পাহাড় পর্বত উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে আছে। এদেশের বায়ুর সাথে আমার অমর প্রাণের তড়িৎ মিশে আছে। এদেশের মাটিতে আমার সত্য জীবন ধারাকে সুপ্রকাশ করেছি। আমার জীবন কিংবদন্তী ও কথা কাহিনীর জীবন নয়, আমার জীবন বাস্তবময় জীবন। দেবতা হওয়ার ঝুটা দাবী কোনদিন আমি করিনি। দাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেছি, 'সতীদাহ' এই বর্বর নীতির মূলে কুঠারাঘাত হেনেছি। বিধবাকে আবার সুখের সংসার গড়ে তোলার অধিকার দিয়েছি; খরিদা গোলামে টেনে এনে এ দেশের রাজতক্তে বসিয়েছি। পথের কুড়ানো মেয়েকে এনে 'নুরজাহান' বানিয়েছি। সত্য কথা বলতে কি, আমার সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এদেশে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। আমার আদর্শ এদেশের অন্তরকে সিক্ত করে রেখেছে। এদেশের প্রতিটি পরিবেশে আমার পরশ আঁকা রয়েছে। একে কেউ মুছতে পারেনি পারবে না। আমার 'কাগজ' আমার 'কলম' আমার 'দোয়াত' এ লেখালেখি চলে। আমার 'কামিজ' আমার 'পিরহান' লাঙ্গা গায়ে শোভা পায়। আমার 'পোশাক' আমার 'জামায়' ভদ্রতা রক্ষা পায়। আজও 'শেরওয়ানী' 'আচকান' এদেশের 'দরবারী' যোগ্যতা রাখে। আমার 'আইন', আমার 'কানুন', 'আমার 'আদালত', ঠিকই আছে। বিচার আসনে 'মুনসেফ' সহিসালামতে আকেন। 'মোক্তার' আছেন 'উকিল' এর বহর যায়নি। 'আমলা' 'পেশকার' হটাবে এমন 'এখতিয়ার' কারো নেই। 'থানায়' থানায় 'দারোগা' বহাল আছেন। এদেশের পল্লীতে রাস্তায় রাস্তায় 'সিপাহী' 'জমাদার' ঘুরে বেড়ায়। 'দফাদার' ও চৌকিদারেরা খেদমতে

www.waytojannah.com

রত থাকে। নায়েব 'গোমস্তা' 'পেয়াদা' জমিদারীর কথা সবাই জানে। জমা 'ওয়াশিল' 'বাকি' 'বকেয়া' 'খাজনা' 'তহরীর' নিয়ে 'মহালে' 'পরোয়ানা' জারি করে 'জমিদার' তার শান জাহির করেছে। 'কানুনগো' 'জমি' 'জমার' 'জরিপ' করেছে। তস্‌দীক 'খতিয়ান' 'সেরেস্তা' 'দপ্তর' আমার জীবনের 'জাবেদা নকল' হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এসব আমার স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষয় করে রেখেছে।

আমি যখন এদেশে ইসলামী তওহীদের ডঙ্কা বাজালাম, তখন এদেশের আদি ধরমক্ষেত্রে নতুন আশার আলো জ্বলে উঠলো। মুশরিকানার শেরেকী প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গেল। নতুন তোহফা পেয়ে লক্ষ লক্ষ মুশরিকের দল সাদরে তা গ্রহণ করে নবজীবন লাভ করলো। তওহীদী শারাব পান করে মস্তানা হতে আর কেউ বাকি থাকলো না। আমার প্রচণ্ড আঘাতে এদেশের যুগ যুগান্তরের সেই জগদ্দল ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল, সংস্কারের ঢল নেমে এলো।

এদেশের শত শত মসজিদ ও মহলমিনারে আমার মহিমা-কিরণ ছড়িয়ে রয়েছে। দিল্লী, আগ্রা; মুর্শিদাবাদ, সিক্রি, পাণ্ডু-গৌড় আজও আমার গৌরব ও মহিমাকে বুকে জড়িয়ে রয়েছে। আমার অতীত ইতিহাস আবার আমাকে প্রেরণা যোগাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ আবার আমি ইতিহাস তৈরি করবো; মানচিত্র নতুনভাবে আবার আমি আঁকবো।

ষোল

আমি মুসলিম। কে, বলে আমায় অসহায়? কে বলে আমায় ভীরু? মিল্লতের দিক দিয়ে যে জাতি অভিন্ন, যে জাতি মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে এক অখণ্ড রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল, যে জাতির আদর্শবাদ, যে জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার জ্যোতি, আরবভূমি হতে বিকীর্ণ হয়ে পৃথিবীর সমুদয় স্থানকে উদ্ভাসিত করেছিল, যে জাতি কর্ডোভা গ্রানাডা নিযামিযা, আলআজ্‌হার, নাদ্ ওয়াতুল উলামা ও দারুল উলুমের মত বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে, যে জাতির মাঝে খালেক, ওমর, হা জা, মুসা তারেক, ইবনুল কাসেম, আবু ইউসুফ ও হারুণ অর রশিদের মত শত শত বীর পুরুষের অভ্যুদয় ঘটেছিল, যে জাতির মাঝে আবু হানিফার মত, শাফেয়ীর মত, মালেকের মত, আহমদ বিন হাম্বলের মত, বুখারীর মত, মুসলিমের মত, আবু দাউদের মত, নাসায়ীর মত, তিরমিযীর মত, ইবনে মাজার মত, দয়ালামীর মত, বয়হাকীর মত, খতিবের মত, দারুকুৎনীর ও দারেমীর মত শত শত ফকীহও হাদিসতত্ত্ব বিশারদগণের জন্ম হয়েছিল। যে জাতির মাঝে জুনায়েদ বাগদাদীর মত, মারুফ ককীর মত, আবদুল কাদের জিলানীর মত, বাহাউদ্দিন নকশবন্দীর মত, শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর মত, মঈনুদ্দিন চিশতীর মত, নিযামুদ্দিন

www.waytojannah.com

আওয়ালিয়ার মত ও আহমদ সর হিন্দীর মত হাজার হাজার সাধক মণ্ডলীর অভ্যুদয় ঘটেছিল, যে জাতির মাঝে ইসমাইল শহীদের মত, আহমদ, ব্রেলভীর মত, ওলীউল্লাহ দেহলবীর মত, মুহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর মত, জাষ্টিস্ মাহমুদের মত, জাষ্টিম্ আমীর আলীর মত, জাফর খাঁ গাজীর মত, মাহমুদুল হাসানের মত, হাসান আহমদ মাদানীর মত, সানাউল্লাহ পানিপথীর মত, আবুল কাসেম বেনারসীর মত ও আবুল কালাম আজাদের মত শত সহস্র মানবের জন্ম হয়েছে। ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, গণিত, পশুবিদ্যা, চিকিৎসা, স্থাপত্যবিদ্যা, কলাবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে যে জাতির শত সহস্র যশস্বী পণ্ডিতের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলকৃত করে রেখেছে। যে জাতি নব নব রাজত্ব ও গগনস্পর্শী প্রাসাদমালা রচনা করেছে; যে জাতির লাইব্রেরীগুলো পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ, যে জাতি মহাসমুদ্রকে মন্থন করে, দুর্জয় গিরি উল্লঙ্ঘন করে, নতুন নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে; যে জাতির অঙ্গুলি হেলনে প্রবল পরাক্রান্ত রোমক সম্রাট হের ক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের রাজমুকুট খসে গেছে; আল্লাহ্‌র অনন্ত করুণায় যে জাতির জাগ্রত শক্তির সম্মুখে শত্রু দলের বিপুল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ইমারতগুলো ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে; যে জাতি রসুলুল্লাহর (দঃ) এন্তেকালের একশত বৎসরের মধ্যে এশিয়ার আরব, সিরিয়া; মেসোপটেমিয়া, পারস্য, তুর্কিস্তান কাবুল; কান্দাহার; ভারতের সিন্ধু ও চীনের মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত নিজেদের সাম্রাজ্যে বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল, যে জাতির বীরত্ববলে হাঙ্গেরিয়ায়, অস্ট্রেলিয়ায় আর ইউরোপের গ্রীস; আলবোনিযা; রুমানিয়া; সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়ায় এবং রাশিয়া ও পোল্যান্ডের অংশ বিশেষে আর ক্রীট্‌স; সাইপ্রাস; রোড্‌স ও আয়োনিয়ান প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; যে জাতির জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ; যে জাতির ইতিহাস দিগন্ত বিস্তৃত মহাসমুদ্রের ন্যায়; কে বলে সে জাতি অসহায়? কে বলে সে জাতি হীন? কে বলে সে জাতি পঙ্গু? কে বলে সে জাতি সর্বহারা?

সতের

আমি মুসলিম। কোন ধর্মের উপর, কোন জাতির উপর কোন মিল্লতের উপর, কোন মজহাবের উপর আমার জবরদস্তি নেই। কিন্তু আমার উপর যদি কেউ অত্যাচার করে, আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, আমাকে মেরে আমার শবদেহের উপর যদি কেউ সপ্তদল প্রাসাদ নির্মাণ করতে চায়, আমার সম্মুখে কোন সবল যদি দুর্বলকে ধরে মারে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন অসহায়া নারীর উপর যদি কোন পাষণ্ড বলাৎকার করে; যদি কোন পাষণ্ড সতীসাধ্বী মহিলার সতীত্বকে নষ্ট

www.waytojannah.com

করে; লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের বুকের উপর দিয়ে যদি কোন পাষণ্ড জুলুমের স্টিম রোলার চালাতে উদ্যত হয়ে; লক্ষ লক্ষ চাষীর মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের শ্রমলব্ধ অর্থ কেড়ে নিয়ে যদি কোন পাষণ্ড তার সিন্দুক ভর্তি করতে চায়, যদি তার প্রমোদ ভবনকে সুসজ্জিত করতে চায়; (আমার গৌরবময় হতে আমাকে যদি কেউ বঞ্চিত করতে চায়; আমার গৌরবময় ইতিহাসকে, আমার কৃষ্টি ও সভ্যতাকে যদি কেউ কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দিতে চায়-তাহলে, ইসলাম সেখানে আমায় ভীরুর মত, কাপুরুষের মত, অসহায়ের মত, দুর্বলের মত, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে দেখতে নিষেধ করেছে; ইসলাম সেখানে আমায় চুপ করে বসে থাকতে নিষেধ করেছে। ইসলাম সেখানে আদেশ করেছে–

'জাহেদু ফি সাবিলিল্লাহে বে আম্ওয়ালিকুম ওয়া আনফুসেকুম'

সে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তুমি তোমার সমস্ত সম্পদ নিয়ে তুমি তোমার ধন প্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়।

তাই যেখানে অন্যায় ও মিথ্যা, সেখানে ছলনা ও প্রতারণা; যেখানে অসত্য ও দুর্নীতি যেখানে স্বৈরাচার ও অত্যাচার, যেখানে অনাচার ও ব্যভিচার, যেখানে ভণ্ডামি ও গুণ্ডামি যেখানে হানাহানি ও কাটাকাটি, যেখানে বিবাদ ও হিংসা, যেখানে বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা, যেখানে নীতিহীনতা ও শঠতা, যেখানে কদাচার ও কুৎসিৎ, যেখানে অধর্ম ও অনিয়ম, যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা ও নির্লজ্জতা, যেখানে অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব, যেখানে ঘুষ ও চুরি, যেখানে মুনাফাখুরী ও স্বজনপ্রীতি, যেখানে প্রবঞ্চনা ও যোগ্যতার অবমাননা সেখানে আমি কঠোর। পক্ষান্তরে যেখানে ন্যায় ও সত্য, যেখানে সাম্য ও ঐক্য, সেখানে সাধুতা ও মহানুভবত, যেখানে ন্যায় বিচার ও হামদরদী, যেখানে ভদ্রতা ও মানবত, যেখানে বিনয় ও নম্রতা, যেখানে ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সেখানে আমি কোমল সেখানে আমি শান্ত।

আমি মুসলিম। শান্তিই আমার কাম্য। আমি চাইনা মক্কা হতে মদিনায় যেয়ে দুর্জয় এক সেনাদল গড়তে। আমি চাই আমার বাসভূমিতেই শান্তির সঙ্গে বাস করতে। যারা আমার ন্যায্য অধিকার হতে আমায় বঞ্চিত করবে না, যারা আমার ধর্মে আঘাত হানবে না, যারা আমার রসূলের জীবনে কলঙ্ক লেপনা করবে না, যারা আমার মসজিদের অবমাননা করবে না, ক্ষমতা মদে মত্ত হয়ে যারা আমায় দেশ ছাড়া করতে চায় না, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নারীর মর্যাদা রক্ষা করতে যারা অগ্রসর হয়, সম্বলহীন বেকারকে যারা কর্মের সন্ধান দেয়, ক্ষুধাতুর শিশুর যারা দুধ বালিয় ব্যবস্থা করে দেয়, বিধবার পূর্ণ কুটীরের ভাঙ্গা চুলায় আগুন জ্বালাবার যারা ব্যবস্থা করে দেয়, সবলের হাত হতে দুর্বলকে, শোষকের হাত হতে শোষিতকে, জালেমের হাত হতে জুলুমকে ও পাষণ্ড ও নরাধমের হাত হতে

www.waytojannah.com

সতী সাধ্বী মহিলাকে রক্ষা করার জন্য যারা ছুটে যায়; ধনপ্রাণ দিয়ে জ্ঞান-মাল দিয়ে, সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করতে আমি সকল সময়ে প্রস্তুত।

আমি মুসলিম। আমি কথকের জাত নেই। আমি গায়ক ও বাউলের জাত নই। আল্লাহ্‌র উলুহিয়াত, আল্লাহ্‌র রবুবিয়ৎ ও আল্লাহ্‌র মালেকিয়ৎকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য, দুনিয়ায় সমস্ত জুলুমের নির্বাসন ঘটিয়ে, মানুষের মেকী প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে, বিশ্ব প্রভুর একচ্ছত্র আধিপত্যকে, তাঁর সার্বভৌমত্বকে, বিশ্ব মানবতার সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই দুনিয়ার বুকে আমাকে উত্থিত করা হয়েছে। আর যুগে যুগে আমার সাধনায় আমি সফলতাও লাভ করেছি। কিন্তু কিন্তু আজ; কালের চক্রবৎ পরিবর্তন ও অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে বহু ঈশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, নিরীশ্বরবাদ, জন্মান্ত রবাদ, সন্ন্যাস বাদ ও বিবর্তনবাদের আওতায় পড়ে আর পাশ্চাত্য ও বিজাতীয় সভ্যতার বেড়াজালে পড়ে আমার গৌরবময় আসন হতে আমি অনেক নিচে নেমে পড়েছি। তবুও–

'তওহীদ কি আমানত সীনুমে ন্যায় হামারে
মুমকিন নেহী মিটানো নাম ও নিশা হামায়া।'

তওহীদের আমানৎ এখনও আমার বুকে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যতদিন তওহীদের এই জীবন্ত প্রেরণা আমার বুকে জাগ্রত থাকবে ততদিন আমার মৃত্যুর আশঙ্কা নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, আজ দুনিয়ার মাঝে কত কি দেখছি। কত আইন দেখছি, কত সতর্ক বাণী শুনছি, কত অর্ডিন্যান্স জারি হতে দেখছি, কত ভীতি প্রদর্শন ও কত হুসিয়ারী দেখছি কিন্তু ঘুষ নেওয়া দেওয়া কি বন্ধ হচ্ছে? কালোবাজারী, মওজুদ-দারী ও মুনাফাখুরী কি রোধ হচ্ছে? শোষণ, পীড়ন ও অত্যাচারের মাত্রা কি কমেছে? বিভেদের বেড়াজাল কি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হচ্ছে? মারামারি, কাটাকাটি, বিবাদ, বিসম্বাদ, আত্মকলহ ও মিথ্যা মোকদ্দমা কি লোপ পাচ্ছে? বেহায়ায়ী ও নির্লজ্জতা কি হ্রাস হচ্ছে? কই কোথাও তো দেখছি না? সকলের ঐ একই প্রশ্ন কেন এমন হয়? কেন আজ এ ভণ্ডামী ও মুনাফেকী? কেন মানুষের অত্যাচারে মানুষ কেঁদে হয়রান? কেন আজ দলাদলি ও পার্টিপলিটিক্সের এ কোন্দল কোলাহল? কেন আজ এ কাদা ছুড়াছুড়ি কেন আজ সমাজ জীবনে শ্রেণী বিভেদের এ অভিশাপ? কেন আজ নারী স্বাধীনতার ঢেউ অবাধ চপল ও বলগাহীন ভাব ধারণ করল? কেন আজ স্বামী সাহেব খাচ্ছে হোটেলে আর বিবি সাহেবা নাচ ঘরে? কেন আজ ছেলে প্রতিপালন হচ্ছে নার্সিং হোমে? কেন আজ স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ নেই? কেন আজ পিতার সাথে ছেলেমেয়ের দেখা সাক্ষাৎ নেই? কেন আজ সংযমশীলতা দিয়ে, ধর্ম-ভীরুতা দিয়ে, ন্যায় পরায়ণতা দিয়ে, সদাচরণ দিয়ে মানুষের প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হচ্ছে না? শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতই ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র, কিন্তু কেন আজ সে

www.waytojannah.com

সম্পর্কের বন্ধন শিথিল ও অনেক স্থলে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে? মানুষ জানে যে এই দুনিয়ার মাঝে বাদশাহীর পাশে ফকিরী আছে, সুখের পাশে দুঃখ আছে, হাসির পাশে কান্না আছে, শান্তির পাশে অশান্তি আছে, এখানে উত্থানের পাশে পতন আছে, হর্ষের পাশে বিষাদ আছে, আবির্ভাবের পাশে তিরোভাব আছে, জন্মের পাশে মৃত্যু আছে, মানুষ জানে যে চিরদিন কাহারো সমান যায় না। তবু কেন মানুষ বুঝেও বুঝে না, দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না? কেন আজ মানুষ বাদশাহী পেয়ে ফকিরীর কথা ভুলে যায়? কেন আজ মানুষ গদি পেয়ে, আসন পেয়ে চেয়ার পেয়ে গরীবের কথা ভিখারী ও ভিখারিণীর কথা, অনাথ ও অনাথিনীর কথা, কাঙাল কাঙালিনীর কথা, সম্বলহীন বকারের কথা, অন্নহীন ও বস্ত্রহীনের কথা, স্বামীহারা রমণীর কথা, পুত্রহারা জননীর কথা, অসহায়ের কথা, দুর্বলের কথা ও সংখ্যালঘুর কথা ভুলে যায়? যাদের স্নেহের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ আলী শওকত আলী; আজাদ, গান্ধী, জওহরলাল, ফজলুল হক, নেপোলিয়ান, হিটলার, ম্যাযিনি, গ্যারিবল্ডি, মুসোলিনী, জিন্না, লিয়াকত আলী ও আইউব খানের মত লাখো লাখো মানুষ তৈরি হয়েছে। যাদের স্নেহের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লাখো লাখো কবি, সাহিত্যিক, লেখক, বাগ্মী, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাজনীতিবিদ ও রাজা বাদশার অভ্যুদয় ঘটেছে– জাতি গঠনের সেই অগ্রদূত হতভাগ্য শিক্ষকের দলকে কেন আজ দুমুঠো অন্নের জন্য আর এক টুকরো বস্ত্রের জন্য উপর তলার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়? কেন আজ অন্যায় মিথ্যা ও অসত্যের তাণ্ডব নৃত্যে আকাশ বাতাস কলুষিত হচ্ছে? কেন আজ কৃত্রিম সুখ-দুঃখের অনুভূতি দ্বারা মানুষের চেতনা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হচ্ছে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর কোথায়? পক্ষাঘাতগ্রস্থ মানবতাকে তার বিচ্যুত মর্যাদার আসন দান করবে? মৃত্যুমুখী দুনিয়াকে আজ উদ্ধার করবে কে?

আমি মুসলিম। আমি বলি আছে– এ সকল প্রশ্নের উত্তর ও সমাধান আছে। মরন্যোন্মুখ মানবতাকে, মৃত্যুমুখী দুনিয়াকে সঞ্জীবিত করার মত ক্ষমতা, প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করার মত বৈদ্যুতিক শক্তি একমাত্র ইসলামের আছে।

তাই বলি, এস আর্য, এস অনার্য, এস হিন্দু, এস মুসলিম, এস জৈন, এস খ্রিস্টান, এস ইহুদী, এস পাড়সিক, এস বৌদ্ধ. এস নাস্তিক, এস জড়বাদী, এস পিশাচবাদী, এস ইরানী, এস তুরানী, এস কশ্মীরী, এস পাঞ্জাবী, এস কুলীন, এস অস্পৃশ্য, এস শ্বেতকায় এস কৃষ্ণকায়, এস আরবী, এস আজমী-ইসলামের সুশীতল ছায়ায় দাঁড়িয়ে সেই একমেবাদ্বীয়মের দরবারে মাথাকে ঝুকিয়ে বিভেদের দুর্লঙ্ঘ প্রাচীরকে চুরমার করে দিয়ে এক মহাজাতিতে পরিণত হয়ে সাম্য ও শান্তির মোহন ছবি পৃথিবীর মাঝে ফুটিয়ে তুলি।

– সমাপ্ত –

www.waytojannah.com

ওরে মুসলিম যুবক বাহিনী ওরে ও শিথিল গতি
মন্ত্রমুগ্ধ সুপ্ত ফনীরা জ্বালারে মণির জ্যোতি।
আন ফিরে তোরা এই নব যুগে তোদের হারানো প্রাণ
কর আপনারে যুগ মহিমায় মহীয়ান গরীয়ান।
তোদের লাগিয়া করে ফরিয়াদ বিশ্বের মজলুম,
নতুন যুগের জাগরে হাতেম টুটিয়া অলস ঘুম।
গোলাব কুঞ্জে কাঁদে বুলবুলি জাগরে হাফেজ সাদী,
জাগরে ওমর, জাগ রূমি জামী জামানার নওহাদী
যুগ মহিমার তাজ শিরে দিয়ে ওঠ্ জেগে শাজাহান,
বিফল কি যাবে জামান মিনারে ফজরের এ আজান?
তোরাই গড়িলি ভিত্তি ধরায় নতুন সভ্যতার,
তোদেরই পুনঃ নিয়ে যেতে হবে শীর্ষে সফলতার।
যুগে যুগে তোরা যৌবন তেজে চির সে নবীন প্রাণী
আজ কেন তবে স্থবির পঙ্গু যুবক মুসলমান?

www.waytojannah.com